জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

জল্পনার বিজ্ঞপ্তি

১৬ এপ্রিল কি লোকসভা ভোটের সম্ভাব্য তারিখ? দিল্লির নির্বাচন কমিশনের অফিসের বিজ্ঞপ্তিতে ছড়াল জল্পনা। দিল্লিতে প্রস্তুতি সেরে রাখতে বলেছে কমিশন

রেকর্ড ভাঙল শীত

রেকর্ড ভাঙল শীত। মঙ্গলবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল ১১.৮ ডিগ্রিতে। দক্ষিণে বুধবার থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা

৩০ জানুয়ারি থেকে উচ্চমাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড স্কুলে স্কুলে দেওয়া হবে

বৈদ্যবাটিকে রাজ্যের সেরা পরিচ্ছন্ন পুরসভার স্বীকৃতি

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৫৩ ● ২৪ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ৯ মাঘ ১৪৩০ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 253 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 24 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কীসের নীতি আয়োগ? না আছে নীতি, না আছে আয়োগ ■ মুখ্যমন্ত্রীর তোপ

নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটির মর্যাদা দেয় না কেন্দ্র! জাতির লজ্জা

■ রেড রোডে বক্তা মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতিবেদন : এর আগে একাধিকবার দাবি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, কাজ হয়নি। এবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মজয়ন্তীতে আবারও ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রেড রোডে নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা বিশ বছর ধরে চেষ্টা করেও একটা জাতীয় ছুটির দিবস হিসাবে ঘোষণা করতে পারিনি। আমি লজ্জিত। এদেশে রাজনৈতিক প্রচারে ছুটি হয়ে যায়, কিন্তু যাঁরা দেশের জন্য জীবন দেন তাঁরা বসে বসে কাঁদেন। এদিন একইসঙ্গে নীতি আয়োগের ভূমিকা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, নেতাজির প্ল্যানিং কমিশন তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ করার বিষয়টি নিয়েও মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অত্যন্ত জরুরি ছিল নেতাজির তৈরি প্ল্যানিং কমিশন। প্রতি বছর চিফ সেক্রেটারিদের নিয়ে বৈঠক হত। সেটা তুলে নীতি আয়োগ করেছে মোদি সরকার। যার না আছে নীতি, না আছে আয়োগ— নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে রেড রোডের অনুষ্ঠান থেকে মোদি সরকারকে তুলোধোনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আগে প্ল্যানিং কমিশন যখন ছিল, তখন প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ মুখ্যসচিবদের নিয়ে বৈঠক হত। কোন বিষয়ে কত অর্থ প্রয়োজন, সেটা নিয়ে আলোচনা হত। তীব্র আক্রমণ করে মমতা বলেন, এখন কোনও প্ল্যানিং নেই। প্ল্যানিং একটাই, ডিভাইড অ্যান্ড রুল। ঘৃণার রাজনীতি শুরু হয়েছে। একেবারে মোমের পুতুল। মোমের মতো ঘাড় নাড়ে। মাঝে মাঝে মোমের মতো মন কা বাত শোনায়। একই সঙ্গে নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে কেন্দ্রকে দুষেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১২৭তম জন্মবার্ষিকীতে দেশনায়ককে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আক্ষেপ করেন, নেতাজি কোথায় তা জানা গেল না! তাঁর কথায়, কোথায় হারিয়ে গেলেন নেতাজি? কোন অন্ধকারে? কীভাবে যে হারিয়ে গেলেন, এখনও জানা নেই। তাঁর মৃত্যুদিনও আমরা জানতে পারলাম না। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে মানুষটা দেশকে দিশা দেখাতে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেলেন।

(এরপর ৬ পাতা)

■ সুগত বসুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী।

অভিষেকের শ্রদ্ধা

প্রতিবেদন : দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাম্য ও ঐক্যের ভাবনাকে তুলে ধরে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লিখেছেন, নেতাজির উজ্জ্বল ভারতের ভাবনাকে সফল করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে। তিনি জীবন্ত শক্তি যা আমাদের স্বাধীনতা, সাম্য ও ঐক্যের মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখার ইঙ্গিত দেয়। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন আমরা আমাদের ক্ষমতায় ভারতে তার অবদান রাখতে পারি।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বাঁধন

মায়ার বন্ধনে অকাল বোধন
ঝরে গেলে পাতা
বৃক্ষ করে অরণ্যে রোদন
মায়ার জালে সবার বাঁধন।

প্রিয়জন হারিয়ে গেলে
বাগে রাখা মনকে অসাধ্য সাধন
জটাধারী গাছের জট
জটই পরিবার, জট হয় স্বপন।।

শীত চলে গেলেই
মনে পড়ে শীতের নাচন
শস্যপূর্ণ জমিতে চাষি
শস্য চাষির সবচেয়ে আপন।।

ভুখা শ্রমিকের আর্তনাদে
মালিক বাঁচে, হয় শ্রমিকের নির্বাসন
শিশুহারা মাতৃক্রোড়
মাতৃসাধনায় হয় বিরাগভাজন।।

ফুল ছাড়া মালা
হয়না ফুল সম্ভারে মণিরতন
পরিবার ছাড়া একা
একান্তে গমন।।

বীরভূমের নয়া কমিটি দায়িত্ব বণ্টন নেত্রীর

প্রতিবেদন : বীরভূম জেলায় নতুন কমিটি তৈরি করে দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার সংগঠনে কিছুটা রদবদল করলেন। মঙ্গলবার কালীঘাটের বাসভবনে বীরভূম জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন নেত্রী। সেখানেই দায়িত্ব ভাগ করে দেন তিনি। আগের ৯ সদস্যের কমিটি ভেঙে বীরভূমের জন্য ৫ জনের একটি কোর কমিটি করে দিয়েছেন নেত্রী। কমিটিতে রাখা হয়েছে চন্দ্রনাথ সিনহা, আশিস বন্দোপাধ্যায়, বিকাশ রায়চৌধুরী, সুদীপ্ত ঘোষ ও অভিজিৎ সিংহকে। নতুন কমিটি করে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে নামতে হবে।

(এরপর ৬ পাতায়)

■ বীরভূম জেলার বৈঠকে নেত্রী।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে অস্ত্রোপচারে নয়া বিধি

আউটডোর খুলবে ৯টায়, পরিচ্ছন্নতায় জোর

প্রতিবেদন : হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা ঠিকমতো পরিচালনা করা হচ্ছে কি না সেই বিষয়ে নজরদারি চালাতে এবার আরও কড়া রাজ্য। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে অস্ত্রোপচার নিয়ে বিশেষ সিদ্ধান্ত নিল স্বাস্থ্য ভবন।

দেখা যায় স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধে নিতে অস্থি অস্ত্রোপচার হয় এমন বেসরকারি হাসপাতালে যাচ্ছেন বেশিরভাগ মানুষ। এবার এই নিয়মের বদল চাইছে স্বাস্থ্য ভবন।

স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দুর্ঘটনায় জখম ব্যক্তিকে আগে সরকারি হাসপাতালে দেখিয়ে, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট নিয়ে, তারপর যেতে হবে বেসরকারি হাসপাতালে। এই পুরো বিষয়টিই করতে হবে দুর্ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে। কারণ জেলা স্তরের প্রায় সব সরকারি হাসপাতালেই এখন অস্ত্রোপচারের যথেষ্ট ভাল পরিকাঠামো রয়েছে। সেই অস্ত্রোপচার অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাই করে থাকেন তাই অহেতুক বেসরকারি হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে আসার প্রয়োজন হবে না।

ওই নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের তরফে সরকারের পোর্টালে আগে থেকে নথিভুক্ত অর্থোপেডিক সার্জেন ছাড়া অন্য কেউ অপারেশন করতে পারবেন না।

অন্যদিকে, সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগ পরিষেবাতে আরও গতি আনতে কেন্দ্রীয় ভাবে নজরদারি চালাবে স্বাস্থ্য ভবন।

(এরপর ১২ পাতায়)

উন্নয়নের ডালি নিয়ে পূর্ব বর্ধমানে আজ মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আজ, বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার গোদায় প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। ৮৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৪৬টি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি। বর্ধমান-আরামবাগ রোডের সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজও শুরু হবে। ৭৮ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা খরচ করে ২৬ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হবে। এই রাস্তা সম্প্রসারণ ও সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে।

(এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

24 January, 2024 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০১১ ভীমসেন যোশী (১৯২২-২০১১) এদিন সুরলোকে গমন করেন। ভারতরত্ন পণ্ডিত ভীমসেনের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের ইতিহাসের অনেকটাই জড়িয়ে। গানের ঘরানা ইত্যাদি যাঁরা বেশি বোঝেন না, তাঁদের কাছেও কিরানা ঘরানার নাম দু'বার বলতে হয় না। কিন্তু যোশী-প্রেমিকরা খুব ভাল করেই জানতেন, এই একদা সুরারসিক মানুষটি একবার গান গাইতে বসলে অন্য সব নেশা কেটে তাঁর গানের নেশাটাই সব ছাড়িয়ে উঠত। একবার ভীমসেন যোশী কলকাতায় গান গাইতে এসেছেন। সামনের সারিতে এসে বসলেন পাহাড়ী সান্যাল। গান শেষ হওয়ার পর, পণ্ডিতজি পাহাড়ী সান্যালকে গিয়ে বললেন, 'ম্যায় আপ কা ওহি যোশী হুঁ।' আসলে পাহাড়ী সান্যালের কাছে বছর দুয়েক থেকে, ভীমসেন চলে গিয়েছিলেন জলন্ধরে, কাউকে কিছু না বলে। পাহাড়ী সান্যাল সেদিন এত চমকে গেলেন, রিঅ্যাক্টও করতে পারলেন না। যে তাঁকে টিফিন পৌঁছে দিত, সে এত নামকরা গায়ক হয়েছে! পাহাড়ীবাবুর সেই মুখটা পণ্ডিতজি ভোলেননি। আর একদিন সকাল-সকাল ওঁর বাড়ি গিয়ে গুলজার দেখেন, ব্রেকফাস্টে পরোটার সঙ্গে আচার খাচ্ছেন জমিয়ে। তিনি তো থ। বললেন, ''আপনি আচার খাচ্ছেন! শুনেছি, গায়করা এসব একেবারে খান না!'' উনি বললেন, ''এত বছর এত ঘণ্টা করে রেওয়াজ করে আমার গলাটা একটা শক্ত কাঠের মতো হয়ে গিয়েছে। এর ওপর যাই করো, এর কিস্যু হবে না।''

১৮৫৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এদিন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই ভারতের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যার সঙ্গে জড়িত চারজন ভারতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।

২০২২ ওয়াসিম কাপুর (১৯৫১-২০২২) এদিন আচমকা মারা যান। লখনউয়ে জন্ম হলেও কলকাতা ছিল শিল্পীর কর্মভূমি। একাধিক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, নিজের ছবির মাধ্যমে মানুষের গভীর আবেগের কথা ফুটিয়ে তুলতেন তিনি। দেশ শুধু নয়, বিদেশের মাটিতেও তাঁর শিল্পকর্মের জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁর তুলিতে আমরা দেখেছি সত্যজিৎ রায় থেকে জ্যোতি বসুর মতো বাঙালি কিংবদন্তির জীবন্ত, অন্যধারার ছবি।

২০০৪ অপরচুনিটি নামল মঙ্গলের মাটিতে। ছয় চাকার রোবট চালিত রোভার। যাত্রা শুরু করেছিল ২০০৩-এর মাঝামাঝি সময়ে। মাটি আর পাথর পরীক্ষার পাশাপাশি মঙ্গল থেকে ছবি পাঠানোর কাজও শুরু করে দেয় এদিন।

১৫৫৬ চিনের সেনসি প্রদেশে এক ভয়ংকর ভূমিকম্পে প্রাণ হারান প্রায় ৮ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ।

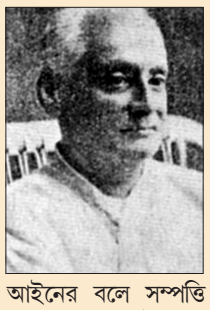

১৮২৬ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮২৬-১৮৯০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জুডিশিয়ারির ইতিহাসে তিনিই প্রথম এশিয়ান ব্যারিস্টার। শিক্ষাগুরু রেভা. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে খ্রিস্টধর্মে আকৃষ্ট হন এবং ওই ধর্ম গ্রহণ করে গুরুকন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। ধর্মত্যাগ করায় পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। পরে আইনের বলে সম্পত্তি পেয়েছিলেন। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে হিন্দু আইন ও বাংলা ভাষার অধ্যক্ষ হন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দুই কন্যা ভবেন্দ্রবালা ও সত্যেন্দ্রবালাকে নিয়ে ইংল্যান্ড চলে যান। সেখানেই মৃত্যু, ১৮৯০-এ এই মাসের ৫ তারিখে।

১৮৪৮ ক্যালিফোর্নিয়ার আমেরিকান নদীর পাশে জন সাটারের জন্য একটা কাঠ চেরাই কল বানানোর সময় জেমস উইলসন মার্শাল নামে এক কাঠের মিস্ত্রি দেখতে পেল সোনার ছোট ছোট বল। ওখানে নির্ঘাত সোনা আছে এই বিশ্বাসে দলে দলে মানুষ শুরু করে দিল 'গোল্ড রাশ'।

১৯৫০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত জনগণমন অধিনায়ক জয় হে গানটি এদিন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়। মূল গানটি ইমন রাগে কাহারবা তালে নিবদ্ধ।

১৯৮৪ স্টিভ জোবস বাজারে নিয়ে এলেন অ্যাপলের সাড়া জাগানো কম্পিউটার ম্যাকিনটোশ।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ পূজা হেগড়ে

■ পাওলি দাম

■ অঙ্কুশ হাজরা

পার্টির কর্মসূচি

আরামবাগ শহর ও ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আরামবাগে সবধর্ম সমন্বয়ে সংহতি যাত্রার আয়োজন করা হয়। তাতে পা মেলালেন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। সংহতি যাত্রা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দেয়। বহু সাধারণ মানুষ অংশ নেন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯১২

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
৫	৬	■	৭			■	■
■		■	■	■	৮	৯	
১০		১১	■	■	■		■
■	■	১২		১৩	■	১৪	১৫
১৬	■		■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি : ১. অত্যন্ত ধারালো ৩. বাধাহীন, অনর্গল ৫. মৃতদেহ ৭. পৌরাণিক এক নদী ৮. অগ্নি ১০. আস্থা, নির্ভর ১২. 'কারার ওই লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে—' ১৪. হাতলযুক্ত ছোটপাত্র ১৭. অপদার্থ ১৮. কোমর, মাজা।

উপর-নিচ : ১. গোখরো সাপ ২. রুপো ৩. মনমরা ভাব ৪. বড়লোক ৬. অব্দ, সন ৯. পরিপাক ১১. পাজামাজাতীয় ঢিলে জামাবিশেষ ১৩. হুঁশ, খেয়াল ১৫. সিদ্ধিদাতা ১৬. এটা খুলেই তো শোনেন।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯১১ : পাশাপাশি : ১. সমরকৌশল ৬. জনি ৮. দিনেশ ৯. লশকর ১০. ওঠবস ১২. উদ্রেক ১৩. কথা ১৫. পাকা ধানে মই। **উপরনিচ :** ২. মহেশ ৩. কৌতূহল ৪. লজ ৫. এদিক-ওদিক ৭. নিবারণ করা ১১. সংবিধা ১২. উদ্যম ১৪. থাপা।

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।

সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

24 January, 2024 ● Wednesday ● Page 3 || Website - www.jagobangla.in

রেড রোডে নেতাজির জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

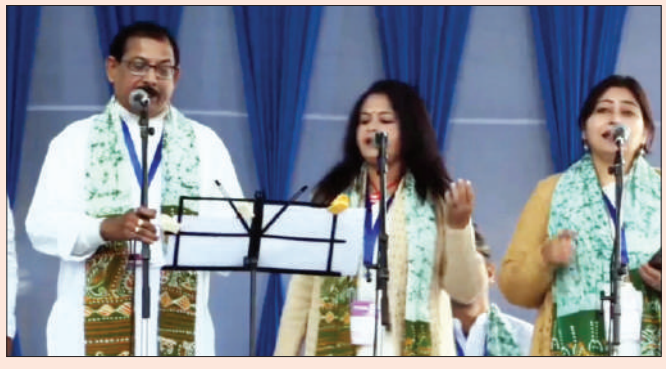

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
24 January, 2024 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লজ্জা

বাস্তব কথাটা প্রকাশ্যে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ এক আজব দেশ। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এদেশের সরকার মর্যাদা দেয় না। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখার কথাও ভাবে না বিজেপি সরকার। এখানে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হয়, দাঙ্গা হয় আবার তার জন্য ছুটিও ঘোষণা হয়। এমন এক দুর্ভাগা দেশ ভারতবর্ষ, যার সরকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা করে না। ভাবা যায়! দেশ থেকে বিদেশ, ভারতের অন্তরাত্মার প্রতীক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। অথচ তাঁর জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা করে তাঁকে সম্মান জানানোর ন্যূনতম প্রয়োজনবোধ করে না কেন্দ্রের সরকার। এখনও নেতাজির মৃত্যুরহস্যের সমাধান করতে পারে না ক্ষমতাসীনরা। আসলে এই বোধ জন্মায় শ্রদ্ধা থেকে। দেশের সরকারের বোধের পুরোটাই কাজ করে ধ্বংসাত্মক অর্থে। মানুষে-মানুষে বিভেদ তৈরি, আসল সমস্যা থেকে মন সরাতে রয়েছে উসকানি। আর এই জায়গা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এক হাত নিয়েছেন কেন্দ্রকে। বলেছেন, এ তো লজ্জা। দেশের লজ্জা! দেশের মানুষের আইকন, সাংবিধানিকভাবে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজির জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা হয় না কোন যুক্তিতে? দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানাচ্ছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তবু তা হয়নি। বাংলার মানুষ ক্ষমা করবেন না বিজেপি সরকারকে। দেশের মানুষও জানেন, এই ছুটি না দেওয়ার পিছনে ঠিক কোন রাজনীতি কাজ করছে। এই রাজনীতি মানুষ ধরে ফেলেছেন। ভেকধারী দেশপ্রেমীদের মুখোশ খুলে গিয়েছে। মানুষ বুঝেছেন, ব্যালটেই এদের জবাব দিতে হবে। নইলে দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-অভিমান-আভিজাত্য-গৌরব সবই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মাঝে নাভিশ্বাস তুলবে।

e-mail থেকে চিঠি

অতঃ কিম?

লালকৃষ্ণ আদবানি অযোধ্যা আন্দোলনের কারিগর হলেও মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। রামমন্দিরের উৎসবের মুহূর্ত ভুলে গিয়েছে তাঁকে। এই ভুল নরেন্দ্র মোদি করতে চান না। লক্ষ্যে তিনি অবিচল—হিন্দুত্বকে কেন্দ্র করে রাজনীতির কোনও প্রাপ্তিই যেন অধরা না থাকে। ধর্ম-রাজনীতির সর্বোচ্চ শিখর একাই স্পর্শ করে অমর হতে চান মোদি। সোমবার ছিল সেরকমই এক মাহেন্দ্রক্ষণ। বাস্তব হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক স্বপ্ন। এবং সেই পুজোপাঠের পর মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকেই দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এটা সূচনা মাত্র। আসছে তাঁর রাজনৈতিক অমরত্বের পরবর্তী ধাপ। রামরাজ্য। বাজপেয়ী নন, আদবানি নন, মুরলীমনোহর যোশি নন, উমা ভারতী নন, অশোক সিংঘল কিংবা বিনয় কাটিহারও নন। মোদির ভাষণে বারংবার উঠে এল দু'টি নাম— আমি এবং রাম। আজকের দিনের জন্য তিনি কী কী করেছেন, কতদিন উপবাস করছেন, কোন কোন তীর্থ দর্শন করেছেন, তার খতিয়ান। দূরদর্শনে দিনভর শোনা গেল, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। কিন্তু বাদ গেল একটি বাক্য। ঈশ্বর আল্লা তেরো নাম। সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'সীতারাম সীতারাম'। মহাত্মা গান্ধীর প্রিয়তম সম্প্রীতির ভজন সংশোধিত! লজ্জা করে না ওদের। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ বলছে না, চাকরি নেই, গ্যাসের দাম ৪০০ টাকা থেকে বেড়ে ১২০০ টাকা হয়ে নির্বাচনের আগে গোঁত্তা মেরে ৯২৯ টাকা হল কোন রহস্যে! কেউ বলছে না নোট বাতিলে ব্যবসা হারানোর কিস্‌সা কিংবা জিএসটির জালে ব্যবসা চৌপাট হওয়ার ইতিবৃত্ত, পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি। সব ভোলানোর নেশাতুর একটা ঘোর লেগেছে যেন। মন্দিরনগরী অযোধ্যায় যেদিকেই তাকান রাম আছেন আর মোদিজি, বাকি আর সব ফাঁকি! নতুন বিমানবন্দর, রেল স্টেশন, শহরের নয়া অঙ্গসজ্জার চকচকে মোড়কে অযোধ্যা যেন মোদির নতুন ভারতের 'হিন্দু ভাটিকান'। সব ভোলানোর রামরাজ্যে পৌঁছে লোকে নাচছে, গান করছে, কাড়ানাকাড়া বাজাচ্ছে, রাস্তাজুড়ে নেমেছে ভক্তির আকুলি বিকুলি স্রোত। এই স্রোতকেই সুনামি বানিয়ে রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে নেমে পড়েছে ভক্তকুল। মোদিজির অঙ্ক বলছে, ধর্মের এই কড়া স্টেরয়েডেই ভেসে যাবে বিরোধী শক্তি। রামলালার গা ঘেঁষেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে তৃতীয়বারের বিজেপি সরকারের। একনায়কতন্ত্রের। কিন্তু উজ্জয়িনীর আদনান মানসুরির শরীর ও মনের গভীর ক্ষতের কী হবে? সে হিন্দু নয় বলে তার কি আল্লা নেই?

— **ইমরান রহমান, বেলগাছিয়া, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

মোদি জমানায় বিপন্ন সংখ্যালঘুরা

মুসলমান খতরে মে। এটা এখন ঘোর বাস্তব। দিকে দিকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সংখ্যালঘুদের বাড়ি। লিখছেন অধ্যাপক

অর্ণব সাহা

ঠিক দু'বছর আগের কথা। ২০২১-এর ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর হরিদ্বারে আয়োজিত হয়েছিল 'হিন্দু ধর্মসংসদ' নামে বিরাট এক আয়োজন। গোটা দেশ থেকে বেশ কয়েকটি প্রধান হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী নেতা ও ধর্মগুরুরা যোগ দিয়েছিলেন এতে। তিনদিনব্যাপী এই ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে অভূতপূর্ব ঘৃণাভাষণ, সরাসরি সংখ্যালঘু-বিদ্বেষ ও তাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার ডাক দেওয়া হয়। উত্তরাখণ্ডের 'হিন্দু রক্ষা সেনা'র সভাপতি প্রবোধানন্দ গিরি, হিন্দুদের হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান, বলেন গোটা দেশ জুড়ে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে 'সাফাই অভিযান' চালাতে হবে। 'নিরঞ্জনী আখড়া'র 'মহামণ্ডলেশ্বর' সাধ্বী নিরঞ্জনা নাথুরাম গডসেকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা দেন। এর আগে জানুয়ারি, ২০১৯-এ ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওয় তাঁকে দেখা গিয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর কুশপুতুলে গুলি ছুঁড়তে।

যেকোনও ধরনের ভিন্ন মতবাদ বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এহেন ঘৃণা পোষণ সংঘ পরিবারের ডিএনএ-তেই রয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তাত্ত্বিক গুরু মহাদেব সদাশিব গোলওয়ালকর তাঁর 'বান্ চ অফ থটস' বইতে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ শত্রু চিহ্নিত করেছিলেন তিনটি গোষ্ঠীকে— মুসলিম, খ্রিস্টান ও কমিউনিস্ট পার্টি। ২২ জানুয়ারি ২০২৪, চার প্রধান হিন্দু শঙ্করাচার্যের আপত্তি সত্ত্বেও নিছক ভোটে ফায়দা তোলার জন্য অযোধ্যায় অসমাপ্ত রামমন্দিরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিনটি কিন্তু বিশিষ্ট হয়ে আছে আরও একটি কারণে। দু'দশক আগে, ২২ জানুয়ারি, ২০০৩-এ ওড়িশার কেওনঝড় জেলায় দরিদ্র কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে সাড়ে তিনদশক ধরে সেবাকার্যে নিয়োজিত অস্ট্রেনিয়ান পাদ্রি গ্রাহাম স্টুয়ার্ট স্টেইনস ও তাঁর দুই শিশুপুত্রকে পুড়িয়ে মারে দারা সিং-এর নেতৃত্বে বজরং দলের ঘাতকরা। ২০১৪ সালে মোদি ক্ষমতায় আসার পরে কখনও ভিন্ন ধর্ম, কখনও কলমধারী মাওবাদী, কখনও জল-জমি-জঙ্গল রক্ষায় নিয়োজিত প্রতিবাদী সমাজকর্মী— যেকোনও বিরোধী সংখ্যালঘু মতামতকে বলপূর্বক দাবিয়ে দেবার এক আগ্রাসী অভিযান শুরু হয়েছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ-হরিয়ানায় বিরোধী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর-মসজিদ-মাজার গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সরকারি বুলডোজার। যোগী আদিত্যনাথের নতুন নাম—'বুলডোজার বাবা'। আর অসমে একই কাজ করছেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তাঁর নতুন নাম 'বুলডোজার মামা'। এবং এই ধ্বংসলীলা সেলিব্রেট করছে শাসকদলের সমর্থকরা।

যতক্ষণ পর্যন্ত একটি শাসকদল, তার কর্মী ও সমর্থকবাহিনী এহেন ধ্বংসের যজ্ঞে অংশগ্রহণ করে ততক্ষণ অব্দি হিংসার কর্তৃত্ব থাকে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কিছু মানুষের হাতে। কিন্তু যখন এই ঘৃণাকে সর্বজনীন করে তোলা হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় অনবরত ভয়াবহ যান্ত্রিক প্রচার ও পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় গণসংগঠনকে ব্যবহার করে, তখন আর এই ঘৃণার চরিত্র দলীয় পরিচিতিতে আটকে থাকে না। আজকের ভারতবর্ষে আমরা সেই ঘৃণার 'সর্বজনীনতা' তৈরির কৌশল দেখছি। একদিকে বিজেপির আইটি সেল ও তাদের হাজারো কর্মী, মূলধারার টিভি চ্যানেলের বিতর্কসভা, ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম-ট্যুইটার পোস্ট, হাজার হাজার রিলস তৈরি করে দ্রুত ভাইরাল বানিয়ে দেওয়া— এই সবক'টি উন্নত কারিগরি প্রযুক্তির মাধ্যমে সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে মিথ্যা প্রচার, মিথ্যা গালগল্পকে ইতিহাস বলে চালানোর মাধ্যমে। সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বেশি খতরনাক 'অপর' হিসেবে দেখানো হচ্ছে। বিগত কয়েক বছরে এর বিষময় ফল হাতে-নাতে দেখেছি আমরা।

ধরা যাক, অতি সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও যা শ্যুট করা হয়েছে মোবাইল ক্যামেরায়। শ্যুট করেছেন অতি অনামী কোনও ব্যক্তি, যাঁর পরিচয় কেউ জানে না। মুম্বাইয়ের জুহু বিচে তাঁর ক্যামেরা ঘুরছে। ক্যামেরা জুম করছে বেশ কিছু হিজাব ও বোরখা-পরিহিত মুসলিম মহিলার উপর। ভিডিওটি শুরু হচ্ছে এই নয়া ভারতে 'কেয়া করেগা মোদি আউর কেয়া করেগা যোগী' সেই হুঙ্কার দিয়ে। নেপথ্যকণ্ঠ বলে চলেছে, জুহু বিচে যদি এরকম মুখ-ঢাকা সংখ্যালঘু রমণীরা খুলে-আম ঘুরতে পারে, তাহলে জুহু বিচ আর ইসলামিক স্টেটের মধ্যে ফারাক কোথায় তা নাকি বোঝাই যাচ্ছে না! ভিডিও শেষ হচ্ছে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, "এখনও যদি আমরা, হিন্দুরা, এই বাড়তে থাকা বিপদের গুরুত্ব না বুঝি, তাহলে পরিণতি ভয়ঙ্কর"!

কোন পরিণতির কথা বলতে চাইছে এই আম-আদমির কণ্ঠস্বর? স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এখানে প্রত্যেকটি ধর্মীয়, ভাষা, এথনিক গোষ্ঠীর স্বাধীনতা সংবিধানসম্মত। সেখানে কোনও সংখ্যালঘুকে সরকারি ক্ষমতার জোরে ভয় দেখানো যায় না, তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ছড়ানো যায় না। আজ যখন উত্তরপ্রদেশের একটি মাধ্যমিক স্কুলে ক্লাসের মধ্যেই শিক্ষিকা একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে হিন্দু ছাত্রদের নির্দেশ দেন তার গালে পরপর এসে থাপ্পড় মারতে এবং সেই ভিডিও ভাইরাল হয়, যখন চলন্ত দূরপাল্লার ট্রেনের ভিতর এক উচ্চবর্ণীয় জওয়ান সামান্য বচসার জেরে চারজন সংখ্যালঘু ব্যক্তিকে গুলি চালিয়ে মেরে ফেলে, তখন বোঝা যায়, ঘৃণা ও হিংসা আজ সমাজে এক সর্বজনীন রূপ পাচ্ছে। একই ঘটনা ঘটেছিল হিটলারের জার্মানিতে, যখন সাধারণ জার্মানদের চোখে 'গণশত্রু' বানানো হয়েছিল ইহুদিদের। মোদির ভারত কি সেদিকেই এগোচ্ছে?

দু'দশক আগে, ২২ জানুয়ারি, ২০০৩-এ ওড়িশার কেওনঝড় জেলায় দরিদ্র কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে সাড়ে তিনদশক ধরে সেবাকার্যে নিয়োজিত অস্ট্রেনিয়ান পাদ্রি গ্রাহাম স্টুয়ার্ট স্টেইনস ও তাঁর দুই শিশুপুত্রকে পুড়িয়ে মারে দারা সিং-এর নেতৃত্বে বজরং দলের ঘাতকরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শক্তিগড়-বর্ধমান স্টেশনের মাঝে ওভারহেড লাইনের কাজের জেরে ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি দেরিতে চলবে দার্জিলিং মেল

শহরের ফুটপাথ দখলদার মুক্ত করার উদ্যোগ পুরসভার

১৮৯২টি রাস্তা হকার ফ্রি জোন

প্রতিবেদন : শহর থেকে বেআইনি জবরদখলকারীদের সরাতে যৌথভাবে কাজ করছে কলকাতা পুরসভা ও টাউন ভেন্ডিং কমিটি বা টিভিসি। এবার কোন রাস্তায় হকার বসবে এবং কোন রাস্তা হবে হকার ফ্রি জোন, তা নির্দিষ্ট করে দিল টিভিসি। সম্প্রতি পুরসভা-পুলিশ-টিভিসি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে পুরসভার ও কমিটি যৌথভাবে এরকম ১৮৯২টি রাস্তাকে নন-হকিং জোনের আওতায় এনে তালিকা তৈরি করেছে। ওই রাস্তাগুলি ছাড়া কলকাতার বাকি সমস্ত ছোট-বড় রাস্তাকে হকিং জোনের মধ্যে রাখা হয়েছে। মূলত, যেসব রাস্তার পাশে ফুটপাথ নেই বা ৫ ফুটের কম ফুটপাথ রয়েছে তা হকারির

জন্য উপযুক্ত নয়। পুরসভার ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়েছে ওই ১৮৯২টি হকার ফ্রি রাস্তার তালিকা। সেখান থেকে রাস্তাগুলির বিস্তারিত তথ্য দেখে বেআইনি ফুটপাথ দখলদারি বা ব্যবসা করার কোনও অভিযোগ থাকলে জানাতে পারেন সাধারণ মানুষ। টিভিসি-র নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অভিযোগ থাকলে নির্দেশিকা প্রকাশের একমাসের মধ্যে চিঠি বা ই-মেল মারফত কলকাতা পুরসভা বা ভেন্ডিং কমিটিকে জানানো যাবে। কমিটির সদস্য শক্তিমান ঘোষ জানান, কলকাতার যে রাস্তায় হকার আছে তাকে হকিং জোন ও যেখানে নেই তাকে নন-হকিং জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসএন ব্যানার্জি রোড, রাসবিহারী, ইন্দিরা গান্ধী সরণি, সার্দান অ্যাভিনিউয়ের মতো কলকাতার কিছু রাস্তাকে নন-ভেন্ডিং জোনের আওতায় ফেলা হয়েছে। এছাড়াও যে কোনও রাস্তার পিচের অংশে কঠোরভাবে হকারিতে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে।

■ মঙ্গলবার টালিগঞ্জের ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর সন্দীপ দাস।

বছরভর ধরে চলবে কলকাতার যিশুর জন্মশতবর্ষ উদযাপন

■ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী-সহ অন্যরা। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে। ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

প্রতিবেদন : অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। তাই কবি, লেখক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও রোদ্দুর হয়েই থেকে গেলেন, থেকে যাবেন। একাধিক সুখপাঠ্যর লেখক-কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মশতবার্ষিকী পালনে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি হল উদযাপন কমিটি। এই কমিটি সারা বছর ধরে নানান কর্মকাণ্ড করবে। চলবে

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গঠিত হল কমিটি

বছরব্যাপী আলোচনাসভা। 'মেকার্স অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার' নামে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উপর একটি শতবার্ষিকী পুস্তিকা প্রকাশ হবে। মঙ্গলবার বাংলা আকাদেমিতে সাংবাদিক বৈঠকে এমনই জানানো হয়। কমিটিতে সভাপতি হিসেবে রয়েছেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, কবি জয় গোস্বামী, কবি সুবোধ সরকার। এছাড়াও সদস্য সচিব হিসেবে রয়েছেন কবির ছেলে কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, দুই কন্যা সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিউলি সরকার। উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলা আকাদেমি ও সাহিত্য আকাদেমি। আগামী ১৮ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি সাহিত্য আকাদেমির তরফে কবিকে নিয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে।

স্মৃতির পাতা ঘেঁটে মন্ত্রী তথা বাংলা আকাদেমির সভাপতি ব্রাত্য বসু বলেন, আমি যখন ১০-১১ এ পড়ি তখন ছান্দসিক বইটা বাবা দিয়ে বলেন লেখালেখি করতে হলে বইটা পড়তে। বইটা আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল। ইন্দ্রনীল সেন জানান, ৭০ দশকে বিড়লা আকাদেমিতে প্রথম সুযোগ হয়েছিল সাক্ষাতের। ওঁর কবিতায় সুর দিতে পেরেছিলাম। সেই সাক্ষাৎ থেকে আজ কমিটির সদস্য হতে পেরেছি। এটা আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। ১৯২৪ সালের ১৯ অক্টোবর জন্ম হয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর। ২০১৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

৩০ জানুয়ারি থেকে দেওয়া হবে অ্যাডমিট

প্রতিবেদন : ৩০ জানুয়ারি থেকে দেওয়া হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানাল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে,

উচ্চমাধ্যমিক

সকাল ১০টা থেকে স্কুলগুলি অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করতে পারবে নির্দিষ্ট বিতরণ কেন্দ্র থেকে। স্কুলগুলি অ্যাডমিট কার্ড নেওয়ার কিছুদিন পর থেকে পরীক্ষার্থীরা নিজস্ব স্কুল থেকে অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করতে পারবে। চলতি বছর ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। সকাল ৯টা ৪৫ থেকে শুরু হবে পরীক্ষা, চলবে বেলা ১টা পর্যন্ত। এদিন আরও একটি নির্দেশিকা দিয়ে জানানো হয়েছে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সঙ্গেই শুরু হবে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ২টো থেকে শুরু হবে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা। যদিও এই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল মার্চ থেকে। সেই পরীক্ষাই এগিয়ে এল। এই বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের জায়গায় সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে।

সিলেবাস কমিটির বৈঠক

প্রতিবেদন : ৩১ জানুয়ারি নবগঠিত সিলেবাস কমিটির প্রথম বৈঠক। যদিও ৮ জানুয়ারি এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। অনিবার্য কারণবশত সেই বৈঠক বাতিল হয়ে যায়। খুব শীঘ্রই সেই বৈঠক হবে বলে জানিয়েছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান বঙ্গবাসী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পৌরোহিত্যে এবার সেই বৈঠক হতে চলেছে। পাঠ্যক্রমে কোন জায়গায় কী পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে বা সংশোধন করতে হবে সেই বিষয়ে স্কুল শিক্ষা দফতরকে রিপোর্ট দেবে বিশেষজ্ঞ কমিটি। সেপ্টেম্বর মাসে তৈরি হয় এই কমিটি। উদ্দেশ্য পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা করা। প্রথমদিকে কয়েকটি শ্রেণি দিয়ে শুরু হবে সিলেবাস পরিবর্তন। এরপর ধীরে ধীরে বাকি শ্রেণির পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের পথে হাঁটবে কমিটি। কমিটিতে অধ্যাপক সুমিত চক্রবর্তী ছাড়াও পরামর্শদাতা হিসেবে রয়েছেন অভীক মজুমদার।

■ জন্মজয়ন্তীতে নেতাজি মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। উপস্থিত মেয়র পারিষদ তুলসী সিংহরায়, কাউন্সিলর কাকলি সাহা, পুর কমিশনার সুজয় সরকার প্রমুখ।

■ উল্টোডাঙায় শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেন।

■ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে হাওড়া জেলা(গ্রামীণ) যুব তৃণমূলের উদ্যোগে উলুবেড়িয়ায় 'সুভাষ চেতনা যাত্রা'। উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, হাওড়া জেলা(গ্রামীণ) যুব তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

রাজ্য
24 January, 2024 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলবার শ্রীভূমিতে নেতাজিকে শ্রদ্ধা মন্ত্রী সুজিত বসু ও সাংসদ সৌগত রায়ের

পরিচ্ছন্নতার নিরিখে মিলল কেন্দ্রের স্বীকৃতি

রাজ্যের সেরা বৈদ্যবাটি পুরসভা

প্রতিবেদন : রাজ্যের মুকুটে আবার নতুন পালক যোগ হল। আবারও কেন্দ্রীয় রিপোর্টে প্রথম হল বাংলা। এবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহরের নিরিখে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান পেল বৈদ্যবাটি পুরসভা। সম্প্রতি দেশের হাউসিং ও আরবান অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রকের বিচারে ২০২৩ সালে স্বচ্ছ ভারত মিশনে গঙ্গার পশ্চিম তীরের শহর বৈদ্যবাটি পুরসভা বিরল সম্মানে ভূষিত হয়েছে।

দেশের এক লক্ষ শহরের মধ্যে বৈদ্যবাটি পুরসভা ৪২৬ নম্বরে ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পয়লা নম্বরে উঠে এসেছে বৈদ্যবাটি পুরসভা। লোকসভা ভোটের মুখে কেন্দ্রের স্বীকৃতি বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভাকে। রাজ্যের মধ্যে পরিচ্ছন্ন শহরের মর্যাদা প্রাপ্তিতে খুশির হাওয়া পুরকর্মীদের অন্দরে। রাজ্য সরকার পুরনগরোন্নয়ন দফতরের মাধ্যমে বৈদ্যবাটি পুরসভাকে সেরা পরিচ্ছন্ন শহরের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় হাউসিং ও আরবান বিষয়ক মন্ত্রকের ১৬ জনের একটি প্রতিনিধি দল বৈদ্যবাটি শহরে আসে। প্রায় এক সপ্তাহ ওই প্রতিনিধি দল শহরে বর্জ্য নিষ্কাশন, পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্যের পৃথকীকরণ ও পুনর্ব্যবহারের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। সেইসঙ্গে নিকাশি, রাস্তাঘাটের পরিচ্ছন্নতা সেগুলিও খতিয়ে দেখা হয়।

এছাড়া জল অপচয় রোধ ও জল সঞ্চয়ে পুরসভার কার্যকরী ভূমিকা খতিয়ে দেখেন প্রতিনিধিরা। সমীক্ষার নিরিখে বাড়ি বাড়ি আর্বজনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ৯৬ শতাংশ কাজ সুষ্ঠুভাবে করেছে

বৈদ্যবাটি পুরসভা। বর্জ্য সংগ্রহের পর সঠিকভাবে পচন ও অপচনশীল বর্জ্যকে ৮৩ শতাংশ সঠিক কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্জ্য নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি নজরে আসেনি। এছাড়া শহরের জনবসতি ও বাজার-হাট এলাকার দুটি ক্ষেত্রেই ৯৪ শতাংশ স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় ছিল। শহরের বিভিন্ন এলাকায় থাকা পুকুর ও জলাশয়গুলির মধ্যে ৮৮ শতাংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় নজর কেড়েছে। জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত শৌচালয়ের মধ্যে ৮৩ শতাংশ ছিল পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর। সব মিলিয়ে ২০২৩ সালের আদর্শ পরিচ্ছন্ন শহরের তালিকায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম বৈদ্যবাটি। এর আগে বৈদ্যবাটি গ্রিন সিটির তকমা পেয়েছিল।

নেতাজি জয়ন্তীতে গদ্দারের উসকানির নিন্দায় তৃণমূল

প্রতিবেদন : বাংলাকে অশান্ত করাই যে বিজেপির সুপ্ত বাসনা, মঙ্গলবার তা প্রকাশ করে দিলেন দলবদলু গদ্দার অধিকারী। এদিন যাঁরা ডিএ বৃদ্ধির দাবি তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন তাঁদের উসকানি দেন তিনি। বলেন, আগামিদিনে আগুন জ্বলবে বাংলায়। তাঁর এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, বাংলায় অশান্তি ছড়াতে চক্রান্ত করে চলেছে বিজেপি। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই গদ্দার অধিকারীরই নেতৃত্বে আরও একটি নবান্ন অভিযান হয়েছিল। সেই ঘটনায় বিজেপির গুন্ডারা পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়েছিল, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উপর নৃশংস হামলা চালিয়েছিল।

গদ্দারের এই প্ররোচনামূলক মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, গদ্দার আজ ডিএ আন্দোলনকারীদের মঞ্চে যান এবং বলেন, আগুন জ্বলবে বাংলায়! আমাদের আশঙ্কা, বাংলাকে অশান্ত করতে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। গদ্দার আগেও একাধিকবার বাংলার শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার অপচেষ্টা করেছেন। আসানসোলে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং তাতে তিনজনের প্রাণহানি থেকে শুরু করে সম্প্রতি আমজনতাকে প্ররোচিত করতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ভুয়ো তথ্য পেশ— তিনি বারবার এমনটা করেছেন।

কুণাল ঘোষ আরও বলেন, সংশ্লিষ্ট আন্দোলনকারীরা আসলে রাজ্যে বিরোধী নেতাদের হয়ে তাঁদের ধরনা চালিয়ে যাচ্ছেন। কুণালের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার যে বাংলার হকের বিপুল টাকা আটকে রেখেছে, তা নিয়ে এই আন্দোলনকারীরা কিছুই বলছেন না। অথচ, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সীমিত সাধ্যের মধ্যেই তাঁদের দাবি পূরণের চেষ্টা করেছেন।

শীতলতম দিন

প্রতিবেদন : জাঁকিয়ে শীত কলকাতায়। রাজ্যে উত্তুরে ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ করতে শুরু করায় পারদ হু হু করে নেমেছে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, মঙ্গলবার মরশুমের শীতলতম দিন দেখল মহানগরী। কলকাতায় এদিন ১১ ডিগ্রির ঘরে নামল তাপমাত্রা, দমদমে ১০ ডিগ্রিতে জমিয়ে শীত উপভোগ করছেন সাধারণ মানুষ। মঙ্গলের ভোর থেকেই হাড় কাঁপানো শীত টের পাওয়া গিয়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, এবারের মাঘে হাত খুলে ব্যাট করছে শীত। চলতি সপ্তাহে জেলায় জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

■ মঙ্গলবার বইমেলায় কৌশিক সেন ও অঞ্জন দত্তের লেখা দুটি বইয়ের উদ্বোধনে লেখকদের সঙ্গে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

উন্নয়নের ডালি

(প্রথম পাতার পর)

কাজ শেষ হলে দক্ষিণ দামোদরের পাশাপাশি হুগলি এবং বাঁকুড়া জেলার বহু বাসিন্দা উপকৃত হবেন। ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টারের শিলান্যাস করবেন। ৪ কোটি টাকা খরচ করে ছাত্রাবাস তৈরি হবে চাঁচাই গ্রামে। ইডেন খালের উপর সেতু তৈরির কাজেরও সূচনা করবেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে ৪৮৯টি প্রকল্পের উদ্বোধন হবে। ৩৫৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা খরচ করে এই সমস্ত প্রকল্পের কাজ হয়েছে। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ১০০ বেডের কোভিড হাসপাতালের উদ্বোধন হবে। সংস্কার হওয়া ৩৯০টি রাস্তা উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি জানান, বিভিন্ন প্রকল্পের উপভোক্তাদের হাতে পরিষেবা তুলে দেওয়া হবে। বুধবার জেলার ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ২৮১ জন উপভোক্তাকে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়া হবে। তবে প্রতীকী হিসেবে সভামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজে পূর্ব বর্ধমানের ৩০ জন ও পশ্চিম বর্ধমানের ২০ জন উপভোক্তাকে পরিষেবা তুলে দেবেন। একইসঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান জেলারও বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করা হবে। পশ্চিম বর্ধমানের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরাও মঞ্চে হাজির থাকবেন।

জাতির লজ্জা

(প্রথম পাতার পর)

আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না। চির অমাবস্যার ঘোরতর অন্ধকারে লুক্কায়িত আছে। আমাদের কাছে তাঁর তথ্য সম্বলিত যা ফাইল ছিল, সেই ৬৪টি ফাইল আমরা প্রকাশ করে দিয়েছি। কিন্তু কেন্দ্র ফাইল বের করেনি। বিজেপি নেতাজিকে ভুলে গিয়েছে।

কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট পেশ করল রাজ্য

প্রতিবেদন : ১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া ইস্যুতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সচিব পর্যায়ের বৈঠক হল মঙ্গলবার। রাজ্যের সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শৈলেশ কুমার সিং। নয়াদিল্লির এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সচিবরাও। ১০০ দিনের কাজের টাকার ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে বকেয়ার কারণে রাজ্যের সাধারণ গরিব মানুষরা সমস্যায় পড়ছেন, একথা বারবার বলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূলের প্রথম সারির বহু নেতা এই নিয়ে সরব হয়েছেন। সূত্রের খবর, সাধারণ মানুষ কীভাবে 'বঞ্চিত' হচ্ছেন, সে-বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক রিপোর্টও তুলে ধরা হয়েছে বৈঠকে। কেন্দ্রের সঙ্গে এই বৈঠকের নির্যাস সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরি করে তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হবে। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা-সহ রাজ্যের বকেয়া নিয়ে এর আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে ধরনা দিয়েছে তৃণমূল।

১৬-এ ভোট! বিজ্ঞপ্তিতে জল্পনা

প্রতিবেদন : লোকসভা ভোট কি শুরু ১৬ এপ্রিল? দিল্লির মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতরের একটি চিঠি ঘিরে ছড়াল জল্পনা। ১৯ জানুয়ারির এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যাচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের ইলেকশন প্ল্যানার অনুযায়ী ১৬ এপ্রিল লোকসভা ভোটের সম্ভাব্য তারিখ। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে দিল্লির ১১ জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের উদ্দেশে জারি করা হয়েছে ওই চিঠি। সেই চিঠিতে ১৬ এপ্রিল ভোট শুরু হবে ধরে নিয়ে যাবতীয় কাজ সেরে ফেলার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। যদিও বিষয়টি কমিশনের নজরে আসার পর ২৩ তারিখ দিল্লির মুখ্য নির্বাচনী অফিসার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বলেন যে তারিখটি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। দিল্লির নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-র জন্য রেফারেন্স হিসেবে ১৬ এপ্রিল দিনটির উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে এই দিনটি ধরেই ইলেকশন প্ল্যানারে নির্বাচন শুরু এবং শেষের তারিখের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। আর যা থেকে জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। যদিও বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে জেলা নির্বাচনী অফিসারদের কাছে একটি সার্কুলার গত ১৯ জানুয়ারি পাঠানো হয়েছে। সেই সার্কুলারে ১৬ এপ্রিল ২০২৪-কে সম্ভাব্য ভোটের দিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এই সম্ভাব্য তারিখ শুধুমাত্র নির্বাচনের কাজে যুক্ত আধিকারিকদের জন্য প্রযোজ্য। এর সঙ্গে ভোটের দিনের কোনও সম্পর্ক নেই। ভোটের দিনক্ষণ দেশের নির্বাচন কমিশন যথা সময়ে প্রকাশ করবে ।

বীরভূমের নয়া কমিটি, দায়িত্ব বণ্টন নেত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

বীরভূম জেলার দু'টি লোকসভা আসনই তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে। এদিনের বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডলের প্রসঙ্গ তুলে নেত্রী বলেন, ওকে জোর করে আটকে রেখেছে। তবে চিরদিন তো আর আটকে রাখতে পারবে না। অনুব্রত বেরোলে ওর জায়গা ও ফিরে পাবে। তবে দল অনুব্রত ও তাঁর মেয়ের পাশে আছে থাকবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, এখন থেকে জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ নানুর ও বোলপুরের সংগঠন দেখবেন। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখবেন রামপুরহাট ও হাসন, অভিজিৎ সিংহ দেখবেন লাভপুর, সাঁইথিয়া ও ময়ূরেশ্বর। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা দেখবেন বোলপুর, নলহাটি, মুরারই, ময়ূরেশ্বর। বিকাশ রায়চৌধুরী সিউড়ি ও দুবরাজপুর। সুদীপ্ত ঘোষ দেখবেন দুবরাজপুর।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে সবকিছুকে একপাশে সরিয়ে রেখে লোকসভা ভোটের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বিজেপির জনবিরোধী নীতি ও বাংলাকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। বিজেপি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে যেভাবে বাংলার গরিব মানুষের টাকা আটকে রেখেছে তা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতে হবে। বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না। এদিনের বৈঠকে নেত্রী ছাড়াও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সামিরুল ইসলাম সহ বীরভূমের দলের সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকা নেতা-নেত্রী, মন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনেই লোকসভায় লড়াইয়ে আমরা নামব। বীরভূমের মাটিতে বিজেপির কোনও ঠাঁই নেই। বৈঠকে নেত্রী যাকে যা দায়িত্ব দিয়েছেন সেই মতোই জেলায় সংগঠন চলবে। তিনি বলেন,খুব শীঘ্রই বীরভূম যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্রেতা সেজে উদ্ধার হল টিয়াপাখি। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে। টিয়াপাখির বাচ্চা বিক্রির কথা লেখা হয়েছিল সমাজ মাধ্যমে। সেখান থেকে জানতে পেরে বনকর্মীরা ক্রেতার ছদ্মবেশে হানা দেন। সেখান থেকে উদ্ধার হয় ছ'টি টিয়ার ছানা। গ্রেফতার হয় সৌমেন দাস মোহন্ত ও অনন্ত বিশই

বিকল্প চিকিৎসার পথ দেখাতে আয়ুষ মেলা

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : আধুনিক চিকিৎসা বা অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার অনেক সময়েই সাধারণ মানুষ নাগাল পায় না, নানা কারণে। সেক্ষেত্রে তাদের ত্রাতা হয়ে ওঠে বিকল্প চিকিৎসা। সেই বিকল্প চিকিৎসার পথ দেখাচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুরের আয়ুষ মেলা। সাধারণ মানুষদের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় শুরু হল আয়ুষ মেলা। মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রবীন্দ্রভবনে আয়ুষ মেলার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আইজি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ দাস, গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র। জানা গিয়েছে, বহুল ব্যবহৃত অ্যালোপ্যাথি তথা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ছাড়াও যোগ ও নেচেরোপ্যাথি, ইউনানি, আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করাই এই আয়ুষ মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য। আয়ুষ মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র তাঁর নিজ বক্তব্যে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাব্যবস্থার উদ্ভাবনের পূর্বে প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন।

মেলা উদ্বোধনে বিপ্লব মিত্র, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তামণি বিহা প্রমুখ।

সংবর্ধনা নতুনদের

■ উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মাসিক সাংগঠনিক সভা ও জেলার নবনিযুক্ত ব্লক সভাপতিদের সংবর্ধনা দেওয়া হল মঙ্গলবার। রায়গঞ্জ শহরের মোহরকুঞ্জে আয়োজিত এই সভায় ছিলেন দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, সত্যজিৎ বর্মন, দলের চেয়ারম্যান শচীন সিংহরায়, জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী চৈতালী ঘোষ সাহা প্রমুখ।

এসডিপিওর বিদায়ে

■ সংবর্ধিত হলেন বিদায়ী মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মিথুনকুমার দে। সম্প্রতি তাঁর পদোন্নতি হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে। তিনি গেলেন ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটি দফতরে। মঙ্গলবার রবীন্দ্রভবনে মিথুনকুমারকে ডায়মন্ড হারবার নাগরিক মঞ্চের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছিলেন বিধায়ক পান্নালাল হালদার, শামিম আহমেদ প্রমুখ।

প্যাঙ্গোলিনের আঁশ

■ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বন দফতরের পক্ষ থেকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার দু'জন। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার ২ কেজি ১৪০ গ্রাম প্যাঙ্গোলিনের আঁশ। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোলের কল্যাণপুরের সৃষ্টিনগরে অভিযান চালিয়ে এদের ধরা হয়। প্যাঙ্গোলিনের আঁশের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। ধৃতদের নাম রামকুমার গিরি ও অনিলকুমার চৌধুরী। অভিযুক্তরা আসানসোলের বাসিন্দা।

চক্ষুপরীক্ষা শিবির

■ নলহাটি ২ ব্লকের ভদ্রপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আকালিপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমে বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়, মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ। শিবিরে ৩৫ জনের মতো চক্ষুপরীক্ষা করেন। বিনামূল্যে বেশ কিছু রোগীকে ওষুধও দেওয়া হয়। সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের ডাক্তাররা চক্ষুপরীক্ষা করেন।

তারাপীঠে বিজেপির তাণ্ডব, গ্রেফতার চার

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : অযোধ্যায় রামলালার পুজো উপলক্ষে তারাপীঠ মন্দিরে যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন মন্দিরের সেবাইতদের একাংশ। সেই যজ্ঞ সেরে ফেরার পথে তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলা চালায় বিজেপি সমর্থকেরা। ঘটনায় পুলিশ চার বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার তারা জামিনে মুক্তি পায়। সোমবার অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তারাপীঠ মন্দিরেও যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তারাপীঠ থানার কড়কড়িয়া গ্রামের বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। ওইদিনেই তারাপীঠে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সংহতি মিছিলের আয়োজন করা হয়। তাঁরাও বাসে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, কড়কড়িয়া গ্রামের কাছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা তৃণমূলের সংহতি মিছিল লক্ষ্য করে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে ইট ছুঁড়ে হামলা চালায়। গোটা এলাকা অশান্ত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ চার বিজেপি কর্মীকে আটক করে পরিস্থিতি শান্ত করে। গ্রেফতারের প্রতিবাদে সন্ধ্যায় তারাপীঠ থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিজেপি। রাতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের প্রতিশ্রুতিতে অবরোধ উঠে যায়। তৃণমূলকর্মী মুরতাজ শেখ বলেন, আমরা মিছিল সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। সেই সময় জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়ে। আমরা পুলিশ ডাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে।

কারখানায় বিক্ষোভ সামাল দিতে গিয়ে জখম আইসি

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : একটি নির্মীয়মাণ কারখানায় স্থানীয়দের বিক্ষোভ সামাল দিতে গিয়ে গুরুতর আহত হলেন রঘুনাথপুর থানার আইসি অর্ঘ্য মণ্ডল। সঙ্গে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীও। মঙ্গলবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর শিল্পতালুকের লছমনপুরের ঘটনা। আহত পুলিশকর্মীকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় ১৫ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। আটক করা হয়েছে দুটি মোটরবাইক ও কয়েকটি সাইকেল। এলাকায় বর্তমানে পুলিশ পিকেট রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঘুনাথপুরে এক প্রতিষ্ঠিত ইস্পাত শিল্পগোষ্ঠী কারখানা গড়ার কাজ শুরু করেছে। সোমবার সেখানে হাতে 'স্থানীয় ও জমিহারা' প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজির হয় কিছু মানুষ। সংখ্যায় ছিল প্রায় পাঁচশোজন। কারখানা কর্তৃপক্ষ থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে জমায়েত সরিয়ে দিতে গেলে ওরা পুলিশকে আক্রমণ করে। তাদের ছোঁড়া ইটের আঘাতে আইসি লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে কোনওরকমে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় অন্য পুলিশকর্মীরা। ঘটনাস্থলে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অম্লানকুসুম ঘোষ।

রঘুনাথপুর

আগুন পোহাতে গিয়ে পুড়ে মৃত্যু

■ শীতের রাতে ঝুপড়ি ঘরে আগুন পোহাতে গিয়ে সেই আগুন লেগে পুড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। সোমবার গভীর রাতে, মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার জোতকমল এলাকায়। মৃত ওই মহিলার নাম সাধনা ভাস্কর (৭০)। সাধনা সুতির বাসিন্দা হলেও বেশ কয়েক বছর জোতকমল এলাকাতে একটি ঝুপড়ি বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতেন। ওই মহিলা অসহায় বলে গ্রামবাসীরা খাবার এবং অন্য জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করতেন। গত কয়েকদিন ধরে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবল শীত পড়ার জন্য সোমবার রাতে ওই মহিলা ঝুপড়ি ঘরে কাঠ, পাটকাঠি ও খড় দিয়ে আগুন জ্বেলে ঘুমোতে যান। রাত দুটো নাগাদ স্থানীয়রা দেখতে পান ওই মহিলার ঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে। জল ঢেলে আগুন নেভালেও ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার।

প্রবেশিকায় সুযোগ

প্রতিবেদন : প্রবেশিকা পরীক্ষায় নম্বর শূন্য হলেও ডিএম, এমসিএইচএ-র মত সুপার স্পেশালিটি কোর্সে পড়ার সুযোগ মিলবে। ডিএম, এমসিএইচএ মেডিক্যালের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি। এর জন্য নিট-পিজি পরীক্ষা দিতে হয়। চলতি বছরে এই পরীক্ষা হওয়ার পরে শেষ কাউন্সেলিং। কিন্তু তাও দেশের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলিতে শতাধিক আসন ফাঁকা। ঘটনাচক্রে এগুলো সবই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। তড়িঘড়ি খালি আসন ভর জন্য কাট অফ নম্বর কমানোর আর্জি জানানো হয়েছে। চিঠি গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের চিকিৎসক সংগঠনের কাছে।

মুকুটমণিপুরে শুরু পরিযায়ী পাখিশুমারি

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : পাখিশুমারি হল বাঁকুড়ার রানি মুকুটমণিপুরে। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বন দফতরের যৌথ উদ্যোগে মুকুটমণিপুরের কংসাবতী জলাধারে পরিযায়ী পাখির শুমারি শুরু হল। প্রতি বছর শীতে দেশবিদেশের অসংখ্য পরিযায়ী পাখি এখানে আসে। শীত শেষে তারা ফিরেও যায়। কতজন আসছে, সংখ্যা কমছে না বাড়ছে ইত্যাদি জানতে পাখিরা থাকাকালীন বেশ কয়েক বছর ধরে গণনার কাজ চলছে। মঙ্গলবার সকালে জলাধারে নৌকোয় চেপে ওই গণনার কাজ করা হয়। ছিলেন বাঁকুড়ার এডিএফও অসিতকুমার দাস, খাতড়ার রেঞ্জার সীতারাম দাস ও বন দফরের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিনের গণনায় প্রায় ১২ রকম প্রজাতির পাখির খোঁজ মিলেছে বলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রিন প্ল্যাটুর তরফে জানানো হয়েছে। পর্যটনকেন্দ্র মুকুটমণিপুরকে ঘিরে বার্ড

ওয়াচিং ও ইকো ট্যুরিজম সেন্টার গড়ে তুলতে পক্ষিগণনার কাজ করছে বন দফতর। এদিনের গণনায় সরাল, রাঙামুড়ি, বালিহাঁস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা গিয়েছে। পাখি গণনাকারী ওই সংস্থার দাবি, বিগত বছরের তুলনায় এবছর পাখির সংখ্যা বেশ কম। যে সমস্ত পরিযায়ী পাখির সন্ধান মিলছে না, তারা কেন আসছে না কারণ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে সচেতনতাও গড়ে তোলা হবে বলে বন দফতর জানায়।

তৃণমূলের দাবিকে সমর্থন

■ তৃণমূলের পুরসভার মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবিকে সমর্থন জানালেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। মঙ্গলবার ইংরেজবাজার পুরসভার তরফে নেতাজির জন্মদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। সেই মঞ্চেই দেখা গেল সুজন চক্রবর্তীকে। সেখান থেকেই নেতাজির জন্মদিবসে তৃণমূলের সুরে সুর মিলিয়ে জাতীয় ছুটির দাবিতে সরব হলেন তিনি।

আমার বাংলা
24 January, 2024 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জনজাতিদের আরও উন্নয়নের ভাবনা, হাতির হানা রুখতে ব্যবস্থা

সমস্যা সমাধানে দুয়ারে প্রশাসন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে মানুষের সমস্যা সমাধানে রাজ্যের উদ্যোগে চলছে বিশেষ কর্মসূচি। আলিপুরদুয়ার জেলাতেও এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে ২০ জানুয়ারি থেকে, চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মঙ্গলবার জেলা প্রশাসনের একটি দল পৌঁছে যায় রাজভাতখাওয়া পঞ্চায়েতের পানিঝোরা গ্রামে। এই গ্রামে নেপালি, ডুকাপাদের বাস। প্রশাসনের তরফ ছিলেন জেলাশাসক আর বিমলা। ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, মহকুমা শাসক বিপ্লব সরকার, কালচিনির বিডিও-সহ প্রায় সকল আধিকারিক। তাঁরা কথা বলেন বাসিন্দাদের সঙ্গে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাঁরা ঠিকমতো পাচ্ছেন কি না জানতে চান। পাশাপাশি তাঁদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। রাজ্য সরকার আদিবাসী এবং জনজাতিদের আরও উন্নয়ন নিয়ে ভাবছে বলেও জানান তাঁদের। এছাড়াও এই এলাকাগুলিতে হাতির হানা রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান। এই প্রসঙ্গে জেলাশাসক আর বিমলা বলেন, খুব সুন্দর একটি গ্রাম পানিঝোরা, খুব সামান্য কিছু সমস্যার কথা আমরা জানতে পেরেছি সেখানে, তা দ্রুত সমাধান করা হবে। ওখানে থাকা রেজিস্ট্রেশনবিহীন হোম স্টেগুলোকে দ্রুত রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করতে বলা হয়েছে, যাতে তারা রাজ্য পর্যটন দফতরের সুযোগ সুবিধা পায়।

প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় গ্রামবাসীরা।

উত্তরে নেতাজিকে শ্রদ্ধা

■ আলিপুরদুয়ারে শ্রদ্ধা নিবেদনে প্রকাশ চিক বড়াইক।

■ দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনে শ্রদ্ধা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের।

পাখোয়াজ বাজিয়ে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ছাত্রের

■ বাংলার ছেলে শিলিগুড়ির ডাবগ্রামের বাসিন্দা অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পেলেন রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার। পাখোয়াজ শিল্পী অরিজিতকে আর্ট অ্যান্ড কালচার বিভাগে পুরস্কৃত করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তার পাখোয়াজ মোহিত করেছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনককে। জি-২০ সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পাখোয়াজ বাজিয়েছিল অরিজিৎ। প্রতি বছর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি পরাক্রম দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন বিভাগে কীর্তিমান ছেলেমেয়েদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। এবারে এই পুরস্কার পেলেন বাংলার এই খুদে শিল্পী। শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র অরিজিৎ। তার বাবা সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই পাখোয়াজ বাজানো শিখেছে অরিজিৎ।

পাড়া বৈঠক

■ মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জের চান্দোইল ময়দানে মহিলা তৃণমূলের পাড়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারম্যান শচীন সিংহরায়, ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিতাই বৈশ্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাপ্পা সরকার, পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা প্রমুখ।

মেলার আকর্ষণ অর্গানিক সবজি

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : থরে থেরে সাজানো ফল, সবজি। স্টলের সামনে উপচে পড়া ভিড়। হস্তশিল্পের সামগ্রী, নানান শৌখিন জিনিসের সঙ্গে মেলায় পাল্লা দিচ্ছে রাসায়নিক সার ছাড়া ওই সবজি, ফল। মঙ্গলবারই সৃষ্টিশ্রী মেলার সূচনা হয়েছে রায়গঞ্জে। চলবে আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রথম দিনেই মেলায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, জেলা সভাধিপতি পম্পা পাল, জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা, জেলা পুলিশ সুপার সানা আখতার, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস প্রমুখ। জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির হাতের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী বাজারে তুলে ধরার উদ্দেশ্য আয়োজিত এই সৃষ্টিশ্রী মেলা। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আনন্দধারার অধীনে থাকা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি এই মেলায় অংশ নিয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ছয়জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মেলা উপলক্ষে প্রতিদিন রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসরও। মন্ত্রী গোলাম রব্বানি জানান, মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন মহিলা, তাই প্রথম থেকেই মহিলাদের স্বনির্ভর করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। সৃষ্টিশ্রী মেলার মাধ্যমে বহু স্বনির্ভর দলের মহিলারা তাদের তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন।

মেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী গোলাম রব্বানি-সহ অন্যান্যরা।

■ হেমতাবাদে মূর্তি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ বর্মন।

■ পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য খগেশ্বর রায়ের।

বর্ণাঢ্য ট্যাবলো, মিছিলে সুভাষ স্মরণ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সুভাষ উৎসব ঘিরে উচ্ছ্বাসে মাতলেন সিতাই-এর তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। প্রতিবছর ২৩ জানুয়ারির দিন সিতাইয়ের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়ার উদ্যোগে বিরাট আকারে পালিত হয় সুভাষ উৎসব। সারা বছর এই অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করেন সিতাই বিধানসভার সাধারণ মানুষ। এদিন সুভাষ উৎসব উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা সিতাই বাজার এলাকায় একটি শোভাযাত্রা করে। এই শোভাযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে ট্যাবলো সাজিয়ে র‍্যালি হয়েছে। শতাধিক টোটোরিকশায় চেপে কর্মীরা এই র‍্যালিতে দলে দলে অংশ নিয়েছেন। এরপর এই র‍্যালি শেষ হয় বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে। স্টেডিয়ামের অস্থায়ী মঞ্চে গ্যাস বেলুন উড়িয়ে এ বছরের সুভাষ উৎসবের সূচনা করেন সিতাই এর তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া। জানা গেছে, স্টেডিয়ামে তিনদিনব্যাপী চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গোটা সিতাই জুড়ে সুভাষ উৎসব কি ঘিরে নানা কর্মসূচির ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ধীরগতিতে বাইক চালানো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। সুভাষ উৎসবের সাংস্কৃতিক মঞ্চে হবে বাউল গান। বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া জানিয়েছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষের।

সিতাইয়ে শোভাযাত্রায় বিধায়ক জগদীশ বসুনিয়া। মঙ্গলবার।

■ কালিয়াগঞ্জে মূর্তিতে মাল্যদানে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

■ শ্রদ্ধা নিবেদনে উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাঁকসার মলানদিঘির পঞ্চায়েতে রক্ষিতপুর গ্রামে রয়েছে বিশাল জলাশয়। শীত পড়লেই প্রতিবছর সেখানে আসত প্রচুর পরিযায়ী পাখি। গত দু'বছর ধরে জলাশয়টি মজে যাওয়ায় কোনও পরিযায়ী পাখিই আর আসেনি

আমার বাংলা

24 January, 2024 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী রাজ্য জুড়ে শ্রদ্ধা

নেতাজি স্মরণে রক্তদান শিবির

প্রতিবেদন : নেতাজির জন্মদিনে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন এক রক্তদান উৎসবের আয়োজন করে, 'হও রক্তদাতা, জয় করবে মানবতা' এই আদর্শকে সামনে রেখে। কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই রক্তদান উৎসবে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রায় তিন হাজার মানুষ রক্তদান করেন। এমনকী বাংলাদেশের দুই নাগরিকও রক্তদান করেন। কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সংগঠনের রজতজয়ন্তী বর্ষে রক্তদানের মাধ্যমেই নেতাজিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হল। রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সাংসদ সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সঙ্গীতশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী, প্রাক্তন ফুটবলার অমিত ভদ্র, তিরন্দাজ দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল সাহা প্রমুখ।

রক্তদান শিবিরে অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

নেতাজির মোমমূর্তি বসল আসানসোলে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : অধুনা পশ্চিম বর্ধমান জেলার সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। তাই জন্মদিনে জেলায় ফিরে এলেন নেতাজি, সশরীর নয়, মোমের মূর্তি হিসাবে, আসানসোল ওয়াক্স মিউজিয়ামে। সেখানে তৈরি হয়েছে নেতাজির পূর্ণাবয়ব মোমের মূর্তি। এটি তৈরি করতে সময় লেগেছে দেড় মাসের বেশি। করেছেন ভাস্কর-শিল্পী সুশান্ত রায়। উল্লেখ্য, এই ওয়াক্স মিউজিয়ামে রয়েছে লতা মঙ্গেশকর, জ্যোতি বসু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরাট কোহলি, নীরজ চোপড়া, অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান প্রমুখের মূর্তি। সদ্য স্থান পেয়েছে টলিউড স্টার দেবের মূর্তিও। যে মূর্তি সাংসদ নিজে উদ্বোধন করে গিয়েছেন। নেতাজির জন্মদিনে উদ্বোধন করা হল নেতাজির পূর্ণাবয়ব মূর্তিটির। উদ্বোধক মন্ত্রী মলয় ঘটক। সুশান্তর উদ্যোগে আসানসোলে তৈরি হয়েছে রাজস্থানের শিসমহলের দ্বিতীয় ভাগ। যা শহরের দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন শিল্পী।

নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক।

পুরস্কার হাতে প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীরা।

ডেবরায় রোড রেস

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং ব্লকের যুব ও ছাত্র সংগঠনের সহযোগিতায় নেতাজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পাঁচ কিলোমিটার রোড রেস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হল, মঙ্গলবার। ডেবরা ব্লকের ১ নং ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটনা বাজার থেকে ২ নং ভরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুর পর্যন্ত রোড রেসটি অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ডেবরা বিধানসভার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবির, ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রদীপ কর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ সেলিমা খাতুন বিবি সহ অন্যরা। ভগবানপুরে একটি অনুষ্ঠানে প্রথম পাঁচজনকে পুরস্কৃত করা হয়। হুমায়ুন জানান, নেতাজির জন্মদিনে এই ধরনের কর্মসূচিতে শামিল হতে পেরে খুবই ভাল লাগছে। ব্লক সভাপতি-সহ ছাত্র-যুবর সমস্ত টিমকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বহরমপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ : নেতাজির জন্মদিবস উপলক্ষে শহর বহরমপুরের রবীন্দ্রসদন মুক্তমঞ্চে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) দীননারায়ণ ঘোষ। ছিলেন তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক প্রবাল বসাক। পরে রাজ্যসঙ্গীত পরিবেশন করে বহরমপুরের এক সংস্কৃতির দল। জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

রামপুরহাটে আয়োজন দৌড় প্রতিযোগিতার

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। রামপুরহাটে। সেই সঙ্গে মহকুমা শাসকের উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ দৌড় প্রতিযোগিতার সূচনাও করেন তিনি। মঞ্চে ছিলেন মহকুমা শাসক সৌরভ পাণ্ডে ও উপপুরপ্রধান সুব্রত মাহার প্রমুখ।

নেতাজির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

চায়ের দোকান রাজনীতি ও সাধারণজ্ঞানের পাঠশালা

সংবাদদাতা, নদিয়া : চায়ের দোকান যেন রাজনৈতিক পাঠশালা। মাজদিয়া রেল স্টেশনে ডাউন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছলেই বোঝা যায় কারণ। ৬১ বছরের গিরিধর বিশ্বাসের চায়ের দোকান। দোকানের দেওয়ালে ভারতের ১৯৪৭ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীদের কার্যকালের সময় ও নাম। রয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নাম। মনীষীদের ছবিও। এই দোকানের আরেক বৈশিষ্ট্য গরিব মানুষ পয়সা দিতে না পারলেও চা-পান থেকে বঞ্চিত হন না। সাহিত্যিক থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তি, আনাগোনা অনেকের। এখন বহু দোকানে বলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রীর পোস্টার থাকছে। গিরিধর চায়ের দোকান ব্যতিক্রম। বহু স্কুল বা কলেজ পড়ুয়ারাও দোকানে আসে জ্ঞান ঝালিয়ে নিতে। এভাবেই গিরিধরদা ২৬ বছর দোকান চালাচ্ছেন। ভোররাতেই দোকান খুলে ফেলেন। ডাউন শিয়ালদহ যাত্রীদের চা দেওয়ার জন্য। ভোর চারটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলে কাজ। জানালেন, প্রতিদিন ১৫ লিটার দুধের চা করেন। প্রায় শ'চারেক মানুষ চা খেতে আসেন। দোকান শুরু নিয়ে জানালেন, একবার কলকাতায় চা খেতে প্রবল ইচ্ছে হয়। পকেটে টাকা ছিল না। কেউ চা দেয়নি। পরে চায়ের দোকান করে ঠিক করি, গরিবগুর্বোদের বিনা পয়সায় চা খাওয়াব। আজও সেভাবেই চলি। দোকান থেকে অন্নসংস্থান হয়ে যায়। যে ক'দিন আছি এভাবেই চলব।

১০
২৪ জানুয়ারি ২০২৪
বুধবার

আমার বাংলা

24 January, 2024 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আজ মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে উৎসাহ তুঙ্গে বর্ধমানে • প্রস্তুত প্রশাসন

৮৩৬ কোটির ৫৪৬টি প্রকল্পের হবে শিলান্যাস

সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : আজ, বুধবার বর্ধমানের গোদার মাঠে জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে তৈরি হয়ে আছে জেলা প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে জেলা জুড়ে সাজ সাজ রব। প্রস্তুত দলের নেতা-কর্মীরাও। প্রশাসনিক বৈঠক থেকে ৮৩৬ কোটি টাকার ৫৪৬টি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি। বর্ধমান-আরামবাগ ২৬ কিমি রাস্তার সংস্কার ও সম্প্রসারণ হবে ৭৮ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকায়। কাজ শেষ হলে দক্ষিণ দামোদরের পাশাপাশি হুগলি ও বাঁকুড়ার বহু মানুষ উপকৃত হবেন। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারের শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ৪ কোটি টাকায় ছাত্রাবাস হবে চাঁচাই গ্রামে। ইডেন খালের উপর সেতু তৈরির কাজের সূচনাও করবেন তিনি। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ৪৮৯টি প্রকল্পের উদ্বোধন হবে। ৩৫৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকায় এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হয়েছে। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ১০০ বেডের কোভিড হাসপাতালের উদ্বোধন হবে। এছাড়া সংস্কার হওয়া ৩৯০টি রাস্তারও উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি বলেন, বুধবার জেলার

প্রশাসনিক বৈঠকে জেলার ৩ লক্ষ ২৬ হাজার উপভোক্তা হাতে পাবেন বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা

৩ লক্ষ ২৬ হাজার ২৮১ জন উপভোক্তাকে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়া হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই পূর্ব বর্ধমানের ৩০ ও পশ্চিম বর্ধমানের ২০ উপভোক্তার হাতে পরিষেবা তুলে দেবেন। পাশাপাশি পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। পশ্চিম বর্ধমানের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরাও মঞ্চে থাকবেন। এবার জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী সবচেয়ে বেশি রাস্তার শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন। 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'তে ফোন করে জেলার বাসিন্দারা বেহাল রাস্তা নিয়ে অভিযোগ করার পর রাস্তাগুলি চিহ্নিত করে সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজও বিভিন্ন জায়গায় উদ্বোধন ও শিলান্যাস হবে। তবে দামোদরের উপর সেতু তৈরি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছু ঘোষণা করেন কি না সেদিকেই তাকিয়ে জেলাবাসী। কৃষক সেতুর বিকল্প নির্মাণ নিয়ে বহুদিন ধরেই চর্চা চলছে। কালনায় ভাগীরথী নদের উপর সেতু নির্মাণের কথাও রয়েছে। জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ। এই সেতু নির্মাণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আজ কোনও বার্তা দেন কি না তা জানতেও উৎসাহী জেলাবাসী। এই সেতু নির্মাণ হলে পূর্ব বর্ধমানের পাশাপাশি নদিয়ার বাসিন্দারাও উপকৃত হবেন। আজকের সভা ঘিরে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শেষ। ইতিমধ্যে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রানও সম্পূর্ণ। দফায় দফায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অফিসারেরা।

রাজ্যের শৌর্য পুরস্কার বীরভূমের ২ পুলিশকর্তাকে

প্রতিবেদন : দেশের একাধিক রাজ্যে জাল বিছিয়ে রাখা জঙ্গি সংগঠন দমনে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য এবার শৌর্যপদক রাজ্য পুলিশের ৮ কর্তা। সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ২৫ জানুয়ারি আলিপুরের ধনধান্যে অডিটোরিয়াম এই ৮ পুলিশ আধিকারিককে এই সম্মাননা জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বীরভূমের দুই পুলিশকর্তা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পরাগ ঘোষ এবং কাঁকড়তলা থানার ওসি সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মসূত্রে এখন বীরভূমে পোস্টিং থাকলেও ২০২১ সালে এঁরা রাজ্য পুলিশের এসটিএফে কর্মরত ছিলেন। সেই সময় আল কায়দা জঙ্গি সংগঠনের ৪-৫ জনকে গ্রেফতার করে ধৃতদের থেকে নানা নথিপত্র-সহ সংগঠনের কার্যকলাপের বহু গোপন তথ্য হাতে পায় এসটিএফ টিম। বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পরাগ ঘোষের তত্ত্বাবধানেই অভিযান চলে। সেই সময় বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আল কায়দার কার্যকলাপের খবর পায় রাজ্যের এসটিএফ। সেই সূত্রেই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সফল পদক্ষেপ করে গোটা দেশে সাড়া ফেলে দেয় রাজ্য এসটিএফ। অসামান্য এই কাজের স্বীকৃতিতেই এবার রাজ্যের তরফে শৌর্য পুরস্কার পাচ্ছেন ৮ পুলিশকর্তার মধ্যে বীরভূমের দুই পুলিশ আধিকারিক পরাগ ঘোষ ও সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

লোধা-শবরদের গ্রামে জনসংযোগ এসডিও-র

যমুনাশোল গ্রামে অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপরত ঝাড়গ্রামের এসডিও।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের লোধা-শবর অধ্যুষিত যমুনাশোল গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত পাড়ায় সমাধান ও জনসংযোগ শিবির মঙ্গলবার পরিদর্শন করলেন ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসক শুভ্রজিত গুপ্তা। তাঁর সঙ্গে শিবিরে ছিলেন জামবনি ব্লকের বিডিও দেবব্রত জানা। শিবির পরিদর্শনের পাশাপাশি মহকুমা শাসক ও ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক লোধা-শবর উপজাতি অধ্যুষিত যমুনাশোল গ্রামটি ঘুরেও দেখেন। বাসিন্দাদের সমস্যা সমাধানে গ্রামের আদিবাসী লোধা-শবর সম্প্রদায়ের মানুষজনদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলে তাঁদের সমস্যা ও অসুবিধার বিষয়ে খোঁজখবরও নেন তাঁরা। এলাকার মানুষজন মহকুমা শাসককে বিশেষভাবে আবেদন জানান তাঁদের মাথার উপর ছাদ এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। দ্রুত সমাধানের জন্য আশ্বাস দেন এসডিও এবং বিডিও।

এগরা পুরসভায় বর্জ্য থেকে জৈবসার পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীর প্রকল্প হচ্ছে

সংবাদদাতা, কাঁথি : আবর্জনা ও বর্জ্য কাজে লাগাতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে এগরা পুরসভা বস্তিয়া মৌজায় ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ময়লা ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। এর জন্য আগেই ১৪টি পুর ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি নীল ও সবুজ বালতি দেয় পুরসভা। পুরসভার 'নির্মল বন্ধু' ও 'নির্মল সাথী' কর্মীরা সেই বালতি থেকে তরল ও কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের কাজও শুরু করেছেন। সেগুলি বস্তিয়ায় গড়ে ওঠা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জমা করা হচ্ছে। সেখানে একাধিক প্রসেসিং ইউনিট গড়ে আগামী দিনে সেখানে তরল বর্জ্য থেকে জৈবসার তৈরি হবে। পাশাপাশি কঠিন বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তা থেকে নানা সামগ্রী উৎপাদন হবে বলে জানা গিয়েছে। ইউনিটটি গড়তে সংশ্লিষ্ট দফতরে প্রকল্প পাঠানো হয়েছে। অর্থ অনুমোদন হলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। তৃণমূল পুরপ্রধান স্বপনকুমার নায়ক বলেন, শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আগে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের অভাবে যত্রতত্র ময়লা ফেলা হলেও এখন তা গড়ে ওঠায় সুবিধা হচ্ছে। প্রকল্পের জন্য কর্মী নিয়োগ নিয়ে আলোচনা চলছে। এলাকার বর্জ্য কাজে লাগিয়ে জৈবসার ও নানা সামগ্রী তৈরির কাজে লাগানো যাবে।

কৃষ্ণনগরে সংহতি যাত্রা পরিণত সব ধর্মের মিলনমেলায়

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগর শহর তৃণমূলের উদ্যোগে সংহতি যাত্রায় হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটলেন। কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড় থেকে বেরিয়ে শহর ঘুরে মিছিল ফেরে পোস্ট অফিস মোড়েই। ছিলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন রীতা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান নরেশ দাস, শহর তৃণমূল সভাপতি মলয় দত্ত-সহ ছাত্র, যুব, আইএনটিটিইউসির নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক তৃণমূলের ডাকে নবনির্বাচিত ব্লক সভাপতি সমীর বিশ্বাসের নেতৃত্বেও সংহতি মিছিল বের হয়।

ঘরে ফেরাল আদালত

প্রতিবেদন : বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে ভাড়াটে গুন্ডা দিয়ে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বউমার বিরুদ্ধে। এমন কীর্তিতে তাজ্জব হাইকোর্টের বিচারপতিও। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত সেই বৌমাকে মনে করালেন তার বাবা-মায়ের কথা। তিনি বলেন, যারা তাকে পছন্দ করে বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন তাদের সঙ্গেই কেন এত দুর্ব্যবহার? বছর দুয়েক আগে মধ্য কলকাতার দেবযানীর সঙ্গে বিয়ে হয় হাওড়ার শুভঙ্করের। পারিবারিক অশান্তির জেরে ৮৫ বছরের শ্বশুর ও ৭৫ বছরের শাশুড়িকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বৌমার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় শুক্লা বসু ও সুনীল বসুকে অবিলম্বে ঘরে ফেরাতে হবে। নির্দেশ পেয়ে সাঁতরাগাছি থানা বৃদ্ধ দম্পতিকে ঘরে ফেরায়।

আখ-চাষে লাভের মুখ দেখছেন গড়বেতার চাষিরা

সংবাদদাতা, গড়বেতা : কৃষিপ্রধান এলাকা কেশপুর ও গড়বেতায় মূলত ধান ও আলুই প্রধান চাষ। আগে প্রত্যেকের বাড়ি কমবেশি লাগানো হত আখ! আখ থেকে গুড় তৈরি করার জন্য বসানো হত সাল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে যায় আখ চাষ। হঠাৎ আবার সেই আখ চাষে জোর দিয়েছেন গড়বেতা ব্লকের মেটাডহর গ্রামের চাষিরা। এলাকার এক কৃষক মমতাজ খান জানান, ধান-আলুর তুলনায় অনেকটাই লাভজনক আখের চাষ। তবে সময়মতো ওষুধ দিতে হয় কেননা মিষ্টি হওয়ায় পোকামাকড়ে

আখ বেশি খেয়ে নেয়। অপর এক চাষি আহমদুল্লাহ খান জানান, অন্যান্য চাষের তুলনায় আখ চাষে লাভ বেশি। বিঘে-প্রতি প্রায় ৩০-৩৫ হাজার টাকা লাভ হয়। যারা আলু ও ধান চাষের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন, তাঁরা আখ চাষ করলে ভাল লাভ পাবেন। তবে এখন আখ থেকে গুড় তৈরি করতে আর মেশিন বসানো হয় না। হকাররাই পিস হিসেবে কিনে নিয়ে যান। যখন ধান-আলুতে চাষিদের আয় কমে আসছে, তখন আখ চাষই হাসি ফোটাচ্ছে কৃষকদের মুখে। ফের একটু একটু করে আখ চাষের হাত ধরে আশায় বুক বাঁধছেন গড়বেতার কৃষকেরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বছরের শুরুতেই পরপর দু'বার সুখবর কুনো ন্যাশনাল পার্কে। মাত্র ২০ দিনের ব্যবধানে দুটি নামিবিয়ান চিতা শাবকের জন্ম হয়েছে। মঙ্গলবার জ্বলা নামের একটি চিতা জন্ম দেয় তিনটি শাবকের। সেই খবরই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

দিল্লি দরবার

১১
২৪ জানুয়ারি ২০২৪
বুধবার

মুখ থুবড়ে পড়ল শেয়ার বাজার, ৮ লক্ষ কোটির ক্ষতি

প্রতিবেদন : বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম স্টক মার্কেট হিসেবে শিরোপা পেলেও মঙ্গলবার দিনটা একেবারেই ভাল গেল না দালাল স্ট্রিটের বিনিয়োগকারীদের। বড়সড় পতন দেখা গেল সেনসেক্স, নিফটিতে। দিনের শুরুতে কিছুটা উর্ধ্বমুখী হলেও পরে সারাদিন বাজারে শেয়ারদরে অবনমন দেখা গেল। এদিন ১০৫৩ পয়েন্ট পড়েছে সেনসেক্স। ফলে ৭০ হাজার ৩৭০ পয়েন্টে নেমে গিয়েছে সেনসেক্স। একই অবস্থা নিফটির, ৩৩৩ পয়েন্ট পড়ে বর্তমানে নিফটি দাঁড়িয়ে ২১ হাজার ২৩৮। সূত্রের খবর, লাগাতার পতনের জেরে এদিন ৬ ঘণ্টায় শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকারীরা প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে সোমবার দিনভর বন্ধ ছিল শেয়ার বাজার। মঙ্গলবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ধস দেখা যায় একাধিক বড়সড় সংস্থার শেয়ার দরে। তাতেই মাথায় হাত বিনিয়োগকারীদের। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন বিদেশি বাজারে ধারাবাহিক উত্থান দেখা গেলেও তার ছাপ পড়েনি ভারতীয় বাজারে। ভারতীয় স্টক মার্কেটে এদিন ব্যাঙ্ক, তেল, গ্যাস, এফএমসিজি, অলঙ্কার সংস্থার শেয়ারগুলিতে বড় পতন দেখা গিয়েছে। তুলনামূলক কিছুটা ভাল অবস্থানে ছিল তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ার। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার শেয়ার মার্কেটে ভারত এবার হংকংকে পিছনে ফেলে বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ বড় স্টক মার্কেট হিসেবে রেকর্ড সৃষ্টি করে। এই তালিকায় প্রথমে স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয়তে চিন এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে জাপান। এর পরেই ছিল হংকং। আর এবার হংকংকে এক ঝটকায় সরিয়ে ভারত এল চতুর্থ স্থানে। ব্লুমবার্গ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবারে শেয়ার বাজারের হিসেব অনুযায়ী, ভারতীয় এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ারের মোট মূল্য শেষ পর্যন্ত $৪.৩৩ ট্রিলিয়ন, অন্যদিকে হংকংয়ের ঝুলি $৪.২৯ ট্রিলিয়ন পৌঁছেছে। এই হিসেব ভারতকে গোটা দুনিয়ায় চতুর্থ বৃহত্তম ইকুইটি বাজার করে তুলেছে। তবে সেরার শিরোপা পেলেও ভয়াবহ ধস নামল দালাল স্ট্রিটে।

কর্পূরী ঠাকুরকে মরণোত্তর ভারতরত্ন

প্রতিবেদন : লক্ষ্য লোকসভা ভোট? বিহারে লোকসভা নির্বাচনে মহাজোটকে পরাস্ত করার ঘোষণা করেছেন বিজেপি নেতারা। এবার আগেই ঘোষণা করা হয় যে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দিয়ে সম্মানিত করা হবে। উল্লেখ্য, নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক চমক?

বিহারী আবেগ উসকে দিতে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হবে। লোকসভা নির্বাচন যখন আসন্ন ঠিক সেই সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কর্পূরী ঠাকুর দেশের পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে সমর্থন করার জন্য পরিচিত ছিলেন। ১৯৭০ সালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হন তিনি। বুধবার কর্পূরী ঠাকুরের ১০০তম জন্মবার্ষিকীর কর্পূরী ঠাকুরকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি আগেই জানিয়েছিল। এই ঘোষণার পর মোদি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে জেডিইউ।

কর্পূরী ঠাকুরের ছেলে রামনাথ ঠাকুর বলেন, ৩৬ বছরের তপস্যার ফল আমরা পেয়েছি। আমি আমার পরিবার এবং বিহারের ১৫ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাতে চাই। এই সিদ্ধান্তের পর বিজেপির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশের সম্পর্ক কোন খাতে বয় সেদিকে নজর রেখেছে রাজনৈতিক মহল।

ভিড়ের চাপে অসুস্থ একাধিক

চরম বিশৃঙ্খলায় বন্ধ রামমন্দিরের দরজা

প্রতিবেদন : প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরই মঙ্গলবার দর্শনার্থীদের ভিড়ে প্রায় পদপিষ্ট হওয়ার মতো অবস্থা হল অযোধ্যার রামমন্দিরে। রামভক্তদের সরাতে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যায় পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খায় পুলিশ- প্রশাসন। ভিড় সামলানোর মতো আগাম ব্যবস্থা কেন রাখা হয়নি তা নিয়ে সর্বস্তরে প্রশ্ন উঠছে। মঙ্গলবার পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে পদপিষ্ট হওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়। অসুস্থ হয়ে পড়েন বহু মানুষ। অবস্থা সামাল দিতে

রামভক্তদের উপর পুলিশের লাঠির বাড়ি

শেষপর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয় রামমন্দিরের দরজা। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে সামাল দিতে নামাতে হয় কমব্যাট ফোর্স। লক্ষাধিক ভক্তের জমায়েতে পরিস্থিতির এতটাই অবনতি হয় যে লখনউ থেকে ছুটে আসতে হয় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে। প্রথমে হেলিকপ্টারে অযোধ্যার পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন যোগী। মঙ্গলবার থেকে সাধারণ মানুষের জন্য রামমন্দির খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল মন্দির ট্রাস্ট। তার আগে রামলালার দর্শন ঘিরে পরিকল্পনামাফিক দেশজুড়ে যে প্রচার চালিয়েছিল গেরুয়া শিবির তাতে ভিড় প্রত্যাশিতই ছিল। তবু কেন উপযুক্ত পরিকাঠামো রাখা হল না এখন সেই প্রশ্ন উঠছে। মন্দির দর্শনে দেশের নানা প্রান্ত থেকে হাজির হন পুণ্যার্থীরা। দর্শনার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মন্দির দর্শনে ভিড়ের কারণে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে, তার মোকাবিলায় ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছিল রাজ্য প্রশাসন। কিন্তু তার পরেও পরিস্থিতি চলে যায় হাতের বাইরে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি রুখতে পারেনি যোগী প্রশাসন। সোমবার মাঝরাত থেকে মন্দিরের গেটের সামনে লাইন পড়ে যায়। ভিড় সামলাতে আগে থেকে ব্যারিকেড করা হয়েছিল মন্দিরের সামনের অংশ। কিন্তু ভোরের আলো ফুটতেই ভিড়ের চাপে সেই ব্যারিকেড ভেঙে যায়। নিরাপত্তার বেষ্টনী ভেঙে উৎসুক জনতার ভিড় মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করতেই বিপত্তি বাধে। পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি বেসামাল হতেই বন্ধ করে দেওয়া হয় মন্দিরের দরজা। মন্দির কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন, রামলালার মূর্তি এবং মন্দির দর্শনে প্রথম দফায় সকাল ৭টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দরজা খোলা রাখা হবে। কিন্তু ভিড় সামলানোর উপযুক্ত বন্দোবস্ত না থাকায় শুরুতেই তাল কাটল।

ভারত-পর্বেও নেই বাংলার ট্যাবলো

প্রতিবেদন : পরপর তিনবার। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বাংলার ট্যাবলো। ভারত-পর্বেও প্রদর্শন করা গেল না বাংলার ট্যাবলো। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত কন্যাশ্রীকে মূল থিম করে নারীশিক্ষার ওপর ট্যাবলো করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এবারও সেই ট্যাবলো বাদ পড়েছে। শুধু বাংলা নয়, বাদ পড়েছে দিল্লি, পাঞ্জাব, কেরলের ট্যাবলোও। অর্থাৎ যেসব রাজ্যে বিরোধী জোট ক্ষমতায় রয়েছে, তাদের ট্যাবলোই বাদের তালিকায়।

সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ

বাংলা কন্যাশ্রী প্রকল্প দেশের মধ্যে অসাধারণ এক উদাহরণ। সেই মতো সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে কন্যাশ্রীর ট্যাবলো করতে চায় বাংলা। কিন্তু দেশের সামনে বাংলার সেই সাফল্যের প্রদর্শন হোক চায়নি কেন্দ্র। সাধারণতন্ত্র দিবসে রাজধানীর কর্তব্যপথের কুজকাওয়াজে বাংলার ট্যাবলো দেখানোর আবেদন আগেই খারিজ করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। দিল্লিতে রাজ্যের রেসিডেন্ট কমিশনে মেল করে সেকথা জানিয়েছে কেন্দ্র। মোদি সরকারের দশ বছরে এই নিয়ে তৃতীয়বার সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ থেকে বাতিল করা হল বাংলার ট্যাবলো। যে সমস্ত ট্যাবলো সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ থেকে বাতিল করা হয়েছে তাদের লালকেল্লার সামনে ভারত পর্বে প্রদর্শনের প্রস্তাব দেয় কেন্দ্র। যদিও রাজ্য সরকারের তরফে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ভারতপর্বেও প্রদর্শন করা হবে না বাংলার ট্যাবলো। দিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনের তরফে পুরো বিষয়টি রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরকে জানানোর পরই সেখান থেকে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রের তরফে অবশ্য সাফাই, ২০২৪ সালের সাধারণতন্ত্র দিসবের থিমের সঙ্গে মানানসই নয় বলেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির ট্যাবলো বাতিল করা হয়েছে।

জওয়ানদের ফিরিয়ে আনতে মিজোরামে দুর্ঘটনার কবলে মায়ানমারের বিমান

প্রতিবেদন : মিজোরামে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে টাটমাদাও বা মায়ানমার সেনার একটি বিমান। দুর্ঘটনার সময় বিমানটিতে ছিলেন ১৪ জন যাত্রী। তাঁদের মধ্যে আহত হয়েছেন ৮ জন। আহতদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। মিজোরামের এই বিমানন্দরের রানওয়েটি টেবিল টপ প্রকৃতির। যেখানে বিমান অবতরণ বেশ চ্যালেঞ্জিং। সেখানেই অবতরণের সময়ে দু'টুকরো হয়ে যায় বিমানটি। গণতন্ত্রের দাবিতে গৃহযুদ্ধে উত্তাল মায়ানমার। সে-দেশের উত্তর-পশ্চিমে সাগাইং প্রদেশে সরকারি বাহিনী ও পিডিএফের মধ্যে এই সংঘর্ষ বহুদিনের। পালটা ফৌজের নিপীড়নে প্রাণ হারিয়েছেন কয়েক হাজার গণতন্ত্রকামী। সেনাশাসন শেষ করতে তীব্র যুদ্ধ চালাচ্ছে বিদ্রোহী বাহিনী। প্রাণ বাঁচাতে মায়ানমারের বহু সেনা ভারতে পালিয়ে আসছেন। এই প্রেক্ষাপটে মিজোরামে আশ্রয় নেওয়া জওয়ানদের ফেরাতে এসেছিল বিমানটি। মঙ্গলবার দুপুরে মিজোরামের লেংপুই বিমানবন্দরে অবতরণের সময়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিমানটি।

লাইনে ডিউটি করতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত ৩ কর্মী, কাঠগড়ায় রেল

প্রতিবেদন : বালাসোরের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় ৩০০ মানুষের মৃত্যুর পরেও শিক্ষা নেয়নি মোদি সরকারের রেল দফতর। ফের সমন্বয়ের অভাবে মৃত্যু হল রেলকর্মীদের। এবার রেললাইনে সিগন্যালিংয়ের কাজ চলাকালীন ট্রেনের ধাক্কায় মারা গিয়েছেন ৩ রেলকর্মী। মমান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পালঘরে। এই দুর্ঘটনায় রেলের বিরুদ্ধে উঠেছে গুরুতর গাফিলতির অভিযোগ। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ।

সোমবার রাত ৮টা বেজে ৫৫ মিনিট নাগাদ লোকাল ট্রেন চার্চগেট স্টেশনে ঢোকার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় তিন কর্মীরা। মহারাষ্ট্রের ভাসাই রোড এবং নাইগাঁও স্টেশনের মাঝে একটি সিগন্যালিং পয়েন্ট ঠিক করছিলেন কর্মীরা। তখনই ঘটে এই দুর্ঘটনা। রেল জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সিগন্যালিং ইন্সপেক্টর বাসু মিত্র, ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালিং মেইনটেনার সোমনাথ উত্তম এবং হেল্পার শচীন ওয়াংখেড়ের। প্রত্যেকেই পশ্চিম রেলের মুম্বই ডিভিশনের কর্মী ছিলেন। এই দুর্ঘটনায় প্রশাসনিক সমন্বয়ের চূড়ান্ত অভাব সামনে চলে এল।

সমন্বয়ের অভাব প্রকট

প্রশ্ন উঠছে, রেলকর্মীরা লাইনে কাজ করছেন দেখেও চালক ট্রেনটিকে দাঁড় করালেন না কেন? তবে কি চালকের কাছে এই বিষয়ে তথ্য ছিল না? সাধারণত লাল পতাকা টাঙিয়ে লাইনে কাজ করেন রেলকর্মীরা। এক্ষেত্রে কি সেই নিয়ম মানা হয়নি? ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবে রেলের তরফে মৃতদের পরিবারকে ৫৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। নিয়মমতো অন্যান্য আর্থিক বকেয়াও মিটিয়ে দেওয়া হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সংসদে অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় এবার মহুয়া মৈত্রের প্রাক্তন বন্ধুকে তলব করল সিবিআই। জয় অনন্ত দেহাদ্রাইকে আগামী বৃহস্পতিবার ২৫ জানুয়ারি লোধি রোডে ওই মামলা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র নিয়ে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই। ওইদিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা হবে

২৪ ঘণ্টায় ফের রক্তস্নাত গাজা

নিহত ১৯০ প্যালেস্টিনীয়, মৃত্যু ২১ ইজরায়েলি সেনারও

প্রতিবেদন : আবার রক্তে ভাসল গাজা। দু'পক্ষেরই হতাহত অনেক। গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকেই অশান্ত মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতি। যুদ্ধ থামার লক্ষণ নেই, বরং উত্তরোত্তর তা আরও গুরুতর আকার নিতে শুরু করেছে। শেষ ২৪ ঘণ্টায় কার্যত রক্তের বন্যা বইল গাজায়। দক্ষিণ গাজায় ইজরায়েলের হামলায় মৃত্যু হল ১৯০ জনের। তেল আভিভের লক্ষ্য দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসকে দখল করে ফেলা। ইতিমধ্যেই দুটি হাসপাতাল তাদের দখলে চলে গিয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে, গাজায় যুদ্ধ চালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ইজরায়েলেরও ২১ জন সেনা।

গত কয়েক মাস ধরে লাগাতার হামলায় গাজার মাটিতে বেড়েই চলেছে মৃতের সংখ্যা। শেষ ২৪ ঘণ্টায় ইজরায়েলের হামলায় শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হামাসের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ গাজায় অন্তত ১৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে ইজরায়েলি সেনার হামলায়। অন্যদিকে, গাজার মাটিতে হামলা চালাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২১ জন ইজরায়েলি সেনাও। আইডিএফের প্রধান মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি দাবি করেছেন, একটি রকেট থেকে ছোঁড়া গ্রেনেড দুটি বাড়ির কাছাকাছি থাকা একটি ট্যাঙ্কে আছড়ে পড়ে। তাতেই মারা যান এতজন সেনা। এই ঘটনা নেতানিয়াহু সরকারের জন্য ধাক্কা। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ইজরায়েলি প্রশাসন। এদিকে খান ইউনিসের আল-খয়ের হাসপাতাল চলে গিয়েছে ইজরায়েলি সেনার দখলে। এছাড়াও আরও একটি হাসপাতাল সেনার হাতে চলে এসেছে। এহেন পরিস্থিতিতে দক্ষিণ গাজায় ইজরায়েলি সেনা ঢুকে পড়ার পরে সাধারণ মানুষ শহরটি ছেড়ে আরও দক্ষিণ চলে গিয়েছেন। গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী হামাস। ওই আক্রমণে মৃত্যু হয় ১২০০ ইজরায়েলির। হামাস জঙ্গিদের হাতে পণবন্দি হন ২৪০ জন। গত নভেম্বর মাসে সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে মুক্ত হয়েছিলেন ১০৫ জন। কিন্তু এখনও বন্দি রয়েছেন শতাধিক। কয়েকজনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে। ইহুদি দেশটির হামলায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৪ হাজারের উপর প্যালেস্টিনীয়র। ফের যুদ্ধবিরতির দাবিতে আন্তর্জাতিক চাপ বাড়লেও এখনও তাতে রাজি নয় বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্রশাসন।

৭ জনকে খুন করে নিজের গুলিতেই খতম বন্দুকবাজ

প্রতিবেদন : বন্দুকবাজ ও সাধারণ মানুষের বিবাদে গুলি চলার ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে আমেরিকায়। এবার এরকমই এক বন্দুকবাজকে ধরতে গেলে নিজেই নিজেকে শেষ করে দেয় বন্দুকবাজ যুবক। তবে আত্মহত্যার আগে সাতজনকে খুন করে বলে দাবি জলিয়েট পুলিশের।

রবিবার টেক্সাসের জলিয়েট ও ইলিনয়েস এলাকায় দুটি গুলি চলার ঘটনা ঘটে। দুটি ক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করে। একটি বাড়িতে পাঁচটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। অন্য বাড়িটিতে দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এমনকী এই দু'জনকে কবে গুলি করে মারা হয়েছে তা নিয়েও সন্দেহ দানা বাঁধে পুলিশের মধ্যে। এরপরই তদন্তে নেমে দুটি বাড়ির কাছেই একটি গাড়ির উপস্থিতি নজরে আসে পুলিশের। ঘটনার তদন্তে নেমে জলিয়েট পুলিশ জানতে পারে লাল রঙের গাড়িটি রোমিও ন্যান্সি (২৩) নামে এক যুবকের। এরপরই শুরু হয় তাঁর খোঁজ। মৃতরা অনেকেই পারিবারিক সূত্রে ন্যান্সির সঙ্গে যুক্ত বলেও জানতে পারে পুলিশ। এরপর খুনের জায়গা থেকে প্রায় ১০০০ মাইল দূরে নাটালিয়া এলাকায় তাঁকে খুঁজে পায় পুলিশ। কিন্তু ফেডেরাল ল এনফোর্সমেন্ট বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হতেই নিজেকে একটি হাত বন্দুক দিয়ে শেষ করে দেয় ন্যান্সি।

এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে সাধারণ আমেরিকাবাসীর নিরাপত্তা। মৃতদের মধ্যে নাইজেরীয় নাগরিকেরও সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। তবে কেন খুন হতে হল এই সাতজনকে তা জানতে বিস্তারিত অনুসন্ধান চলছে। এই ঘটনা গত ৩০ বছরে ইলিনয়েস এলাকায় সবথেকে জঘন্য অপরাধ বলে স্বীকার করেছে মার্কিন প্রশাসন।

মমতাজির সঙ্গে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক, বললেন রাহুল

প্রতিবেদন : বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করার বিষয়ে কংগ্রেসের কিছু নেতা ইচ্ছাকৃতভাবে অচলাবস্থা তৈরি করছেন বলে সরব হয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য কংগ্রেসের একাংশ বিজেপি ও সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এবার নিজের দলের নেতাদের বার্তা দিয়ে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বললেন, মমতাজির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত সুসম্পর্ক রয়েছে। আমাদের আলোচনা চলছে। বিজেপি বিরোধী জোট হবেই। পাশাপাশি, এক প্রশ্নের জবাবে রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের তৃণমূলকে আক্রমণের বিষয়টি নিয়ে রাহুল বোঝান, ওসবে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।

অসমের কামরূপে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাহুল গান্ধী। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, বাংলায় আদৌ আসন সমঝোতা সম্ভব? প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে আক্রমণ করে চলেছেন। এর জবাবে রাহুল গান্ধী বলেন, বাংলায় আমাদের আসন ভাগাভাগির আলোচনা চলছে। খুব শীঘ্রই তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসবে। মমতাজির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে এবং দলেরও খুব ভাল সম্পর্ক। ছোটখাটো বিষয় থাকে। গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই।

ইনফোসিস-কর্তা মূর্তির সঙ্গে বিমানের ইকোনমি ক্লাসে বসে কথা, অভিভূত তরুণ

প্রতিবেদন : কখনও ভাবতেও পারেননি এমন হতে পারে। বিমানের ইকোনমি ক্লাসে যাত্রা করছিলেন। কিন্তু সেখানে ইনফোসিস-কর্তা নায়ারণ মূর্তি! ইনফোসিস কর্তার সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হল তরুণের। আর তাঁর নম্র আচরণ মন জয় করল নরেন কৃষ্ণের। দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরুগামী বিমানের নায়ারণ মূর্তির সঙ্গে এভাবেই নাটকীয় আলাপ হয় নরেনের। তিনি নিজেও একজন ব্যবসায়ী। কিন্তু এভাবে কখনও ইনফোসিস কর্তার সঙ্গে দেখা হবে ভাবেননি। নারায়ণের সঙ্গে আলাপের মুহূর্তটি বর্ণনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় নরেন লেখেন, 'এত বড় একজন ব্যক্তিত্ব আমার সঙ্গে ইকোনমি ক্লাসে যাত্রা করেছেন, এই বিষয়টিই আমার কাছে স্বপ্নের মতো'।

নারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী সুধা মূর্তি খুবই সাধারণ জীবনযাপনে বিশ্বাসী। তাঁদের মাঝেমধ্যেই দেখা যায় বেঙ্গালুরুর রাস্তায় পুরনো মডেলের এক মারুতি গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াতে। কী লিখেছেন নরেন? তিনি লেখেন, বিমানে আমি যে কয়েক ঘণ্টা ওঁর সঙ্গে কাটিয়েছি সেই সময় আমি ওঁকে নানারকম প্রশ্ন করেছি। এআইয়ের ভবিষ্যৎ কী, ভারতীয় অর্থনীতিতে তরুণদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ভবিষ্যতে কি চিনকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে ভারত, মানসিক চাপের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করব এবং কোনও নতুন ব্যবসা তৈরি করার সময় কীভাবে ব্যর্থতাকে সামলাব? কোনও বিষয়েই এতটুকু বিরক্ত হননি তিনি। বরং কত সহজভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন! এআইয়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা নিয়ে নারায়ণ মূর্তি বলেছেন, বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বাড়বে। আগামী বছরে মানুষের উৎপাদনশীলতাকে আরও দ্রুত গতিতে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে এআই। বিভিন্ন সেক্টরে এআই উৎপাদনশীলতাকে ১০ থেকে ১০০ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে তুলবে।

ইউক্রেনের খারকিভ শহরে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত ৭, আহত ২০।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে অস্ত্রোপচারে নয়া বিধি

(প্রথম পাতার পর)

জেলার হাসপাতালগুলিকে নির্দেশিকা দিয়ে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, আজ অর্থাৎ বুধবার থেকেই (রবিবার ও ছুটির দিন বাদ দিয়ে) প্রতিদিন সকাল ৯টার মধ্যে সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগ বাধ্যতামূলক ভাবে খুলতে হবে। নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করা হচ্ছে কি না, সকাল ৯টা ১৫ মিনিটের মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ভবনে জানাতে হবে। আউটডোরে চিকিৎসকদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি সংক্রান্ত তালিকাও ওই সময়েই এসএমএসের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ভবনকে জানাতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনে এই রিপোর্ট পাঠানোর জন্য একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। তিনি প্রতিদিন হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্টও স্বাস্থ্য ভবনে পাঠাবেন। অন্যথায় কড়া শাস্তি দেওয়া হবে।

উপরের দুই নির্দেশের পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতার দিকেও কড়া পদক্ষেপ স্বাস্থ্য ভবনের। এবার থেকে সরকারি হাসপাতালের সমস্ত শৌচাগার দিনে তিনবার পরিষ্কার করতে হবে। এই বিষয়ে যাবতীয় তদারকি করবেন সিস্টার ইন চার্জ ও সহকারী সুপার। ইন্ডোর বিভাগের সিস্টার ইন চার্জ সন্তুষ্ট হলে খাতায় টিক দেবেন। পাশাপশি ছবি তুলে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করবেন। সাফাই কর্মীর কাজে ত্রুটি থাকলে বা ৩ বার পরিষ্কার নাহলে শোকজ করা হবে ওই কর্মীকে। আবার খাতায় সন্তোষজনক রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও যদি শৌচাগার অপরিষ্কার থাকে তাহলে দায়িত্বে থাকা সিস্টার ইন চার্জকে জবাবদিহি করতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মায়োসাইটিসে ভাজাভুজি, অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার, ময়দা, চিনি, দুধের তৈরি খাবার বাদ দিন আপনার খাদ্যতালিকা থেকে। এই সব খাবার শরীরে প্রদাহ বাড়ায়

স্টেথোস্কোপ

হঠাৎ করে হাত-পায়ে অক্ষমতা দেখা দিলে চিন্তার আছে বই কি! অঙ্গসঞ্চালন কি কঠিন হচ্ছে? প্রায় পঙ্গু? তাহলে বুঝতে হবে বড়সড় কোনও রোগ রয়েছে। অবিলম্বে পরামর্শ নিন চিকিৎসকের। আপনার মায়োসাইটিস হতে পারে। এদেশে এই অসুখে আক্রান্তের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ। মায়োসাইটিস একটি বিরল অটো ইমিউন ডিজিজ। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী।**

মায়োসাইটিস

অনেক সময়ই দেখা যায় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষই উঠতে, বসতে, হাঁটতে, এছাড়াও শারীরবৃত্তীয় নানান কাজ করতে বেশ ব্যথা অনুভব করেন। বিভিন্ন জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধিগুলোয় চাপ অনুভূত হয়। এই ধরনের ব্যথার সঙ্গে বয়সকালের জয়েন্ট পেইন বা অস্থিসন্ধির ব্যথা, মাসল পেইন বা পেশি দুর্বলতার একটা মিল রয়েছে। কিন্তু সবার বয়সজনিত কারণে এই ব্যথা হয় না। বয়সের কারণে হলে বিশেষ চিন্তার কিছু নেই কিন্তু যদি বয়সের আগেই অর্থাৎ কম বয়সে এই ধরনের ব্যথা হয় তাহলে তা উপেক্ষা করা ঠিক নয়। এর পিছনে থাকতে পারে অন্য কারণও। যেমন মায়োসাইটিস। এই বিরল রোগটির কারণে কোনও ব্যক্তির শরীরে এই ধরনের উপসর্গ দেখা দিতেই পারে। সাবধান হতে হবে কারণ পেশি এবং অস্থিসন্ধির ব্যথা মায়োসাইটিসের জন্যও হতে পারে।

কী এই মায়োসাইটিস

মায়োসাইটিস একটি বিরল ধরনের রোগ বা শারীরিক অবস্থা যাতে পেশিতে প্রদাহ হয়। মায়ো মানে পেশি আর আইটিস মানে প্রদাহ। এটি একটি অটোইমিউন ডিজিজ। মায়োসাইটিস ত্বক-সহ শরীরের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সিস্টেমকে প্রভাবিত করে। এমনকী অনেক সময় এই রোগের কারণে রোগীর হাঁটা, ওঠা-বসা ইত্যাদি স্বাভাবিক কার্যকলাপ করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সমস্যা বাড়লে মায়োসাইটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি ঘাড় সোজা রাখতে এবং হালকা জিনিস তুলতেও অসুবিধায় পড়তে পারেন।

প্রথমেই জানা দরকার কাকে বলে 'অটো ইমিউন' রোগ। আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ করার যে ব্যবস্থা, তাকেই 'ইমিউনিটি' বা 'অনাক্রম্যতা' বলে। বাইরে থেকে কোনও বিজাতীয় পদার্থ কিংবা জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আক্রমণ করে ওই জীবাণুকে। কখনও কখনও এই প্রক্রিয়াটিতেই গোলমাল দেখা দেয়। নিজের দেহের কোনও অঙ্গকেই দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুল করে শত্রু ভেবে আক্রমণ করে বসে। ফলে বাইরে থেকে আসা কোনও রোগজীবাণু নয়, শরীর নিজেই নিজের ক্ষতি করতে থাকে।

অটো ইমিউন মায়োসাইটিসে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ভুলবশত যেহেতু দেহেরই সুস্থ সবল পেশিকে আক্রমণ করে। ফলে এই বিরল সমস্যায় পেশি দুর্বল হয়ে যায়। এই ধরনের রোগে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিকমতো কাজ করে না।

মায়োসাইটিস আসলে একটি একক রোগ নয়, রোগের একটি গ্রুপ যা পেশি থেকে ত্বক পর্যন্ত সবকিছুকে প্রভাবিত করে। প্রথমদিকে হালকা উপসর্গ হলেও তারপর কিন্তু এই রোগ বৃদ্ধি পায় যা দীর্ঘমেয়াদি ভাবে স্বাস্থ্যের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। যা অনেক সময় একাধিক সমস্যা ও অক্ষমতার কারণও হতে পারে।

বিশেষজ্ঞের মতে, যেহেতু মায়োসাইটিসের ধরন এবং কারণগুলি আলাদা, তাই রোগের লক্ষণ এবং

লক্ষণগুলি দেখেও এটি চিকিৎসা করা হয় । বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগ স্থায়ী এবং নিরাময় করা বেশ কঠিন।

উপসর্গ

- প্রথম প্রথম দেহের বিভিন্ন অঙ্গে শুরু হয় ব্যথা। হাত, পা, ঘাড়ের পেশিতে যন্ত্রণা হয়। তবে যেকোনও পেশিতেই বাসা বাঁধতে পারে এই রোগ। পেশি এতই দুর্বল হয়ে যায় যে, রোগী মাঝেমধ্যেই পড়ে যেতে পারেন।
- জ্বর আসতে পারে মায়োসাইটিস হলে।
- ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে।
- খাবার গিলতে খুব অসুবিধে হয়। রোগী বুঝতে পারেন না কেন এই অসুবিধে।
- রোগী বিষণ্ণ বোধ করেন। একটা অবসাদ আসে।
- একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে কিংবা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে ক্লান্তি লাগে শরীরে। ধরুন, রোগী বেশ কিছুক্ষণ চেয়ারেই বসে আছেন, অথচ উঠতে যেই যাবেন মনে হবে শরীর আর দিচ্ছে না। রোগী প্রচণ্ড পরিমাণে দুর্বলতা অনুভব করেন।
- চিকিৎসকের মতে, এই রোগে হাত, কাঁধ, পা, নিতম্ব, পেট এবং মেরুদণ্ডের আশপাশের পেশিগুলি মূলত এতে আক্রান্ত হয়। অসুখটি বাড়তে থাকলে এটি খাদ্যনালি, মধ্যচ্ছদা (ডায়াফ্রাম) এবং চোখের পেশিকে প্রভাবিত করতে পারে। রোগীরা

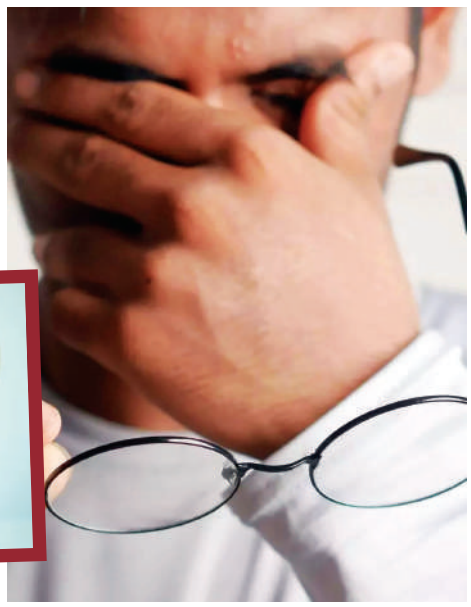

সাধারণত বসার পরে দাঁড়াতে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে, জিনিস তোলার সময় অসুবিধা অনুভব করেন।

কারণ

নানা কারণে এটি হতে পারে, যেমন ভাইরাল সংক্রমণ, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং অটোইমিউনের সমস্যার মতো বিষয় থাকতে পারে এর পিছনে।

- ভাইরাসজনিত সংক্রমণ থেকে হয়।
- রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস দীর্ঘদিন থাকলে তার থেকেও হতে পারে।
- একটি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হয়।
- লুপাস (গুরুতর প্রদাহজনক অটোইমিউন রোগ) থেকে হতে পারে।
- স্ক্লেরোডার্মা একটি অটোইমিউন ডিজিজ। এই রোগের প্রভাবেও হতে পারে মায়োসাইটিস।

মায়োসাইটিস বিভিন্ন ধরনের হয়। যদিও সমস্ত উপসর্গগুলি খুব একই রকম, তবে শরীরে তাদের প্রভাব ভিন্নভাবে দেখা যায়।

ডার্মাটো মায়োসাইটিস

এতে আক্রান্ত হলে পেশিতে ব্যথা হয়। পেশি ফুলে যায়। বুক, ঘাড়, পিঠ, হাঁটু, পায়ের জয়েন্ট এবং আঙুলে, কখনও কখনও চোখের পাতায়ও ফুসকুড়ি দেখা যায়। এছাড়াও এই সমস্যার কারণে রোগীকে জ্বর, ক্লান্তি, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা, কণ্ঠস্বর পরিবর্তন এবং খাবার গিলতে সমস্যার মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে।

পলিমায়োসাইটিস

পলিমায়োসাইটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে খুব দুর্বলতা থাকে, ব্যথা, জ্বালাপোড়া এবং ফোলার সমস্যা দেখা যায়। এছাড়া জ্বর, ক্লান্তি, শুকনো কাশি, কোনও কিছু গিলতে অসুবিধা, ওজন কমে যাওয়া এবং কণ্ঠস্বর পরিবর্তন-সহ নানা সমস্যা হতে পারে। সাধারণত মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যা তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়।

ইনক্লুশন বডি মায়োসাইটিস

এই সমস্যাটি পুরুষদের তুলনামূলকভাবে বেশি প্রভাবিত করে। এতে কবজি, আঙুল ও উরুর মাংসপেশির দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যায়। সমস্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশিতে ব্যথা বা দুর্বলতা এতটাই বাড়তে পারে যে রোগী শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে, হাঁটাচলা করতে, মাটি থেকে কিছু তুলতে, জিনিসপত্র ধরে রাখতেও সমস্যা হয়। অনেক সময় সে পড়েও যায়।

ক্লিনিক্যাল টেস্ট, ব্লাড টেস্ট, এমআর ইমেজিং, ইএমজি এবং পেশি বায়োপসি করার পরে এই রোগটি নির্ণয় করা হয়। নির্দিষ্ট স্টেরয়েড এবং ইমিউনো সাপ্রেসিভ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মায়োসাইটিস সম্পূর্ণ সারে না বা নিরাময় সম্ভব হয় না। কিন্তু সঠিক চিকিৎসা, ওষুধ, নিয়মিত পরিচর্যা ও সতর্কতা অবলম্বন করলে এই রোগ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রোগী কতটা সাড়া দিচ্ছে পুরোটাই তার ওপর নির্ভর। কিন্তু উপসর্গকে উপেক্ষা করলে এই রোগে স্থায়ীভাবে শারীরিক অক্ষমতা চলে আসতে পারে, যেমন হাঁটাচলা, কাজ করতে না পারা বা অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া।

১৪
২৪ জানুয়ারি ২০২৪
বুধবার

মাঠে ময়দানে

24 January, 2024 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহামেডানের অনুশীলনে নামলেন নতুন বিদেশি ফুটবলার এভগেনি কোজলভ

বাংলার জয়

■ **প্রতিবেদন :** মঙ্গলবার খেলো ইন্ডিয়া গেমসের ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় পেল বাংলা। চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলা ৯ জনে খেলে গোয়াকে ৩-০ গোলে পরাজিত করল। গোল করেন শিবম মুন্ডা, সুরেশ ওরাওঁ, অধিনায়ক শান্তনু নস্কর। বাংলার কোচ অমিত ঘোষ বলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলে জয় পেয়েছে ছেলেরা। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও এই ম্যাচে বাংলার বিরুদ্ধে দুটি লাল কার্ড ও পাঁচটি হলুদ কার্ড দেখানোয় রেফারিং নিয়ে ক্ষিপ্ত তিনি। বৃহস্পতিবার পরের ম্যাচে ওড়িশার বিরুদ্ধে নামবে বাংলা।

রক্তদানে উৎসাহ

■ **প্রতিবেদন :** স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের রক্তদান শিবিরে চাঁদের হাট। মঙ্গলবার নেতাজি জয়ন্তীতে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামেই ছিল এই শিবির। রক্তদাতাদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন জেলা থেকে রক্ত দিতে আসেন সাধারণ মানুষ। আসেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, ‘‘রক্ত দিতে এত লোক এসেছে দেখে ভাল লাগছে। ক্রীড়া জগতে এত বড় মাপের রক্তদান শিবির করা একমাত্র বাবুনের পক্ষেই সম্ভব।’’ উপস্থিত ছিলেন ময়দানের তিন প্রধানের কর্তা-সহ একঝাঁক প্রাক্তন ফুটবলারও।

হারের হ্যাটট্রিক, বিদায় ভারতের

এএফসি এশিয়ান কাপ

ভারত ০ — সিরিয়া ১ (ওমর)

প্রতিবেদন : চার বছর পর আরও একটা এএফসি এশিয়ান কাপ। আবারও ব্যর্থতা। অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তানকে হারাবে ভারত, এটা কেউ আশা করেনি। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের কাছাকাছি থাকা ৯১ নম্বরের সিরিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন অনেকে। কিন্তু সেটাও হল না। গ্রুপে ৩ ম্যাচ জিতে ৭ পয়েন্ট নিয়ে নক আউটে গেল অস্ট্রেলিয়া। উজবেকিস্তান ৫ পয়েন্ট নিয়ে এবং সিরিয়ার মুঠোয় ৪ পয়েন্ট। ভারতের ঝুলিতে শুধুই শূন্যতা। ২০১১ সালের মতো গ্রুপ লিগের তিনটি ম্যাচ হেরেই বিদায় নিতে হল সুনীল ছেত্রী, নিখিল পূজারি, নাওরেম মহেশদের। হারের হ্যাটট্রিকে এশিয়ান কাপে সফর শেষ ভারতের। পরের বার আর দেখা যাবে না সুনীলকে। এশিয়ান কাপে শেষ ম্যাচ খেলে ফেললেন ভারতীয় ফুটবলের সর্বশেষ আইকন। কিন্তু চার বছর পর কতটা এগোল ভারতীয় ফুটবল? হাতে রইল পেন্সিল। ঘুরে-ফিরে সেই একই উত্তর যে!

৭৬ মিনিট পর্যন্ত গোলের দরজা আটকে প্রাণপণ লড়াই চালিয়েছিলেন ভারতীয় ডিফেন্ডাররা। লাগাতার আক্রমণের ঝড় আর কতক্ষণ আটকাতে পারতেন? সন্দেশ ঝিঙ্গান ৪৬ মিনিটে মাঠ ছাড়তেই আশঙ্কা বাড়ছিল। রাহুল ভেকের সঙ্গে শুভাশিস বোসকে স্টপারে এনে ইগর একটা মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার। কিন্তু গুরপ্রীত সিং সান্ধু, শুভাশিসরা কতক্ষণ আর সামলাবেন দুর্গ! এশিয়ার অন্যতম সেরা ফুটবলার সিরিয়ার অধিনায়ক ওমর খারবিন গোল করে গেলেন ৭৬ মিনিটে। সেখান থেকে ফিরে আসার কোনও উপায় ছিল না। শেষ দিকে চাপ বাড়িয়েও গোল শোধ করা যায়নি। আসলে গোল করার যে লোকই নেই।

প্রথমার্ধে সিরিয়ার সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করে ভারতীয় দল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে কৌশল বদলে মাঝমাঠের দখল ধীরে ধীরে নেন সিরিয়ার ফুটবলাররা। তাতেই এলোমেলো ফুটবল খেলল স্টিমাচের ছেলেরা। তাতেই ৭৬ মিনিটে গোল করে যায় সিরিয়া। সুনীলরা গোলের সুযোগ যে পাননি, তা নয়। অনেক সুযোগও নষ্ট করেন তাঁরা। গোলের একাধিক সুযোগ হারায় সিরিয়াও।

তবে গোলের জন্য বেশি মরিয়া দেখিয়েছে সিরিয়াকে। স্টিমাচের কৌশল দেখে মনে হয়নি, ভারতকে এই ম্যাচ জিততেই হবে। সিরিয়ার ফুটবলারদের গতি এবং শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি ভারতীয়রা। দেখা গিয়েছে পরিকল্পনার অভাব। এদিন রেফারির সঙ্গে তর্ক জুড়ে হলুদ কার্ডও দেখেন সুনীলদের কোচ।

সুনীলের গোলের চেষ্টা ব্যর্থ। মঙ্গলবার দোহায়।

প্রস্তুতি ম্যাচে মেসিদের হার

ডালাস, ২৩ জানুয়ারি : প্রি-সিজন প্র্যাকটিস ম্যাচে এফসি ডালাসের কাছে ০-১ গোলে হেরে গেল লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। ডালাসের কটন বোল স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচের তিন মিনিটেই জেসুস ফেরেইরার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ডালাস। ম্যাচের বাকি সময় অনেক চেষ্টা করেও সেই গোল শোধ করতে পারেনি ইন্টার মায়ামি। মেসি অবশ্য পুরো সময় খেলেননি। ৬৪ মিনিটে মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও সের্জিও বুসকেটসকে তুলে নেন মায়ামি কোচ। তবে যতক্ষণ মাঠে ছিলেন মেসিই ছিলেন দলের যাবতীয় আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু। হতাশ করেছেন সুয়ারেজ। উরুগুয়ান স্ট্রাইকার একাই গোটা তিনেক গোলের সুযোগ নষ্ট করে দলকে ডুবিয়েছেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই প্রায় তিরিশ গজ দূর থেকে নেওয়া মেসি জোরালো ভলি দারুণভাবে সেভ করেন ডালাস গোলকিপার মার্তেন পেয়েস। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফের সুয়ারজকে ফাঁকায় পাস বাড়িয়েছিলেন মেসি। কিন্তু এবারও গোল করতে ব্যর্থ হন উরুগুয়ান তারকা। প্রসঙ্গত, ২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে মেজর লিগ সকার।

সামনে চিমারা, রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ কুয়াদ্রাতের

প্রতিবেদন : ডার্বি জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে আজ, বুধবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে সুপার কাপের সেমিফাইনাল খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। খালিদ জামিল কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর চলতি টুর্নামেন্টে জামশেদপুর ভাল খেলছে। লাল-হলুদ শিবিরে অবশ্য রেফারিং নিয়ে উদ্বেগ কাটছে না। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামার আগে ডার্বির রেফারিং নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত।

ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন কোচ খালিদ সেমিফাইনালে তাঁর পুরনো দলের ফাইনালে ওঠার রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দিতে পারেন। শুধু তাই নয়, লাল-হলুদের আরও দুই বাতিল ঘোড়া জামশেদপুরের জার্সিতে কলিঙ্গের যুদ্ধে নামবেন। একজন অবশ্যই নাইজেরীয় স্ট্রাইকার ড্যানিয়েল চিমা চুকু। ইস্টবেঙ্গল তাঁকে রিলিজ করার পরই জামশেদপুরে এসে গোলমেশিন হয়ে উঠেছেন। তাঁকে আটকাতে বুধবার সজাগ থাকতে হবে হিজাজি মাহের, নিশু কুমারদের। এছাড়াও গোলকিপার টিপি রেহেনেশ, সেনবোই হাওকিপরা রয়েছেন। সেমিফাইনালে ক্লেটন সিলভাদের সামনে বড় বাধা হয়ে উঠতেই পারেন রেহেনেশরা।

ক্লেটনের দিকে তাকিয়ে ইস্টবেঙ্গল।

চিমাদের বিরুদ্ধে আবার মাঝমাঠের বড় ভরসা স্প্যানিশ মিডিও বোরহা হেরেরাকে পাবে না ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের আগের দিন যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে কোচ কার্লেস বললেন, ‘‘ডার্বিতে বোরহা কার্ড দেখায় সেমিফাইনালে খেলতে পারবে না। তবে খারাপ রেফারিংয়ের কারণে কার্ড দেখতে হয়েছে ওকে। ডার্বিতে মোহনবাগানের দু’জন ফুটবলারের লাল কার্ড দেখার কথা। উল্টে রেফারির বদান্যতায় দুই ফুটবলারকে পরিবর্তন করে বেঁচে গেল। অথচ রেফারিকে শুধু প্রশ্ন করায় আমাদের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখানো হল।’’

কুয়াদ্রাত বলেন, ‘‘আমরা টাইব্রেকার চাই না। ৯০ মিনিটের মধ্যেই ম্যাচ জেতার চেষ্টা করব। খালিদ জামিল ভারতীয় ফুটবলের পরিচিত নাম। ওর কোচিংয়ে জামশেদপুর ম্যাচ জিতছে। প্রতিপক্ষ কোচকে সম্মান দিয়েই বলছি, আমরা টিম গেম খেলেই ম্যাচ জিততে চাই।’’

চলে গেলেন ইতালির রিভা

রোম, ২৩ জানুয়ারি : থেমে গেল ‘বজ্রের হুঙ্কার’! প্রয়াত কিংবদন্তি ফুটবল ব্যক্তিত্ব লুইজি গিগি রিভা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইতালির সর্বোচ্চ গোলদাতার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা ফুটবল দুনিয়া। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

ইতালির হয়ে ৪২ ম্যাচে ৩৫ গোল করেছেন রিভা। সতীর্থদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন ‘বজ্রের হুঙ্কার’ নামে। ১৯৬৮ সালে ইতালিকে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জেতানোর পর, ১৯৭০ বিশ্বকাপের ফাইনালেও ইতালিকে তুলেছিলেন রিভা। যদিও সেবার ব্রাজিলের কাছে হেরে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে। গত সপ্তাহেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সোমবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে রিভার মৃত্যু হয়। ১৯৬২ সালে পেশাদার ফুটবলে হাতেখড়ি। তবে ক্লাব ফুটবলে রিভার সেরা সময় ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। ওই সময় তিনি তিনবার ইতালির লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হন। জাতীয় দলের হয়েও চুটিয়ে খেলেছেন। ক্লাব ফুটবলে আড়াইশোরও বেশি গোল করা রিভা ফুটবল থেকে অবসর নেন ১৯৭৬ সালে। ২০০৬ বিশ্বকাপজয়ী ইতালি দলের কোচিং স্টাফের অন্যতম সদস্য ছিলেন রিভা। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন ও ফিফা।

খেলবেন হেড, ইঙ্গিত কামিন্সের

ব্রিসবেন, ২৩ জানুয়ারি : করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ট্র্যাভিস হেড। তবে ব্রিসবেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় তথা অন্তিম টেস্টে বাঁ হাতি অস্ট্রেলীয় ব্যাটারের খেলা নিয়ে আশাবাদী প্যাট কামিন্স। অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্টের পরেই করোনা ধরা পড়ে হেডের। অনিশ্চয়তা তৈরি হয় বৃহস্পতিবার গাব্বায় ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তাঁর খেলা নিয়ে। তবে অস্ট্রেলিয়া হেডের খেলার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দিয়েছে। বুধবার স্মিথ, লাবুশেনদের সঙ্গে অনুশীলনে হেডেরও যোগ দেওয়ার কথা। অধিনায়ক কামিন্স বলেছেন, ‘‘এটা বলতে পারি, হেড সুস্থ আছে। আশা করা যায় ও কোভিড মুক্ত। ওর রিপোর্ট নেগেটিভ আসতে পারে। ব্রিসবেনে নামার আগে দলের সঙ্গে প্র্যাকটিসও করতে পারে হেড।’’ অ্যাডিলেড টেস্টে ১১৯ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন হেড। যা অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম টেস্ট জিততে সাহায্য করেছিল। তাই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া যে হেডকে খেলাতে মরিয়া থাকবে তা বলাই যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পার্টিতে মদ্যপান করে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে, ক্ষমা চাইলেন অনুতপ্ত গ্লেন ম্যাক্সওয়েল

মাঠে ময়দানে

একে সাত্ত্বিকরা

নয়াদিল্লি : টানা তিনটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠার পুরস্কার পেলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। মঙ্গলবার প্রকাশিত পুরুষদের ডাবলসের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এলেন ভারতীয় শাটলার জুটি। প্রসঙ্গত, গত বছরেও বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। যদিও তিন সপ্তাহ পরেই সেই স্থান তাঁদের হাতছাড়া হয়। নেমে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু নতুন বছরের শুরুতেই মালয়েশিয়া ওপেন এবং ইন্ডিয়া ওপেনে রানার্স আপ হয়ে ডাবলসের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

ফিরছেন রাফা

দোহা : চোট সারিয়ে ফেব্রুয়ারিতে কোর্টে ফিরছেন রাফায়েল নাদাল। কাতার ওপেনে অংশ নেবেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা। ১৯ ফেব্রুয়ারি দোহায় শুরু হচ্ছে এটিপি ২৫০ টুর্নামেন্ট কাতার ওপেন। নতুন বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে পারেননি নাদাল। চোট সারিয়ে ব্রিসবেন ওপেনে খেলতে নেমে ২২ গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী তারকা নতুন করে চোটের কবলে পড়েন। বাধ্য হয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন রাফা। ৩৭ বছর বয়সি তারকার নতুন করে পাওয়া পেশির চোট অবশ্য গুরুতর ছিল না। বিশ্রাম নিয়ে ফিরতে চেয়েছিলেন। সম্প্রতি সৌদি আরবের টেনিস ফেডারেশনের অ্যাম্বাসাডর নিযুক্ত হয়েছেন নাদাল। স্প্যানিশ টেনিস কিংবদন্তির কোর্টে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় ভক্তরা।

প্রশংসায় আমির

দুবাই : ভারতের বাঁ-হাতি পেসার অর্শদীপ সিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার মহম্মদ আমির। জাহির খানের পর উঁচুমানের বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার পায়নি টিম ইন্ডিয়া। সাম্প্রতিককালে অনেকে উঠে এলেও কেউ ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। আমির নিজে বাঁ-হাতি পেসার। তাই বাঁ-হাতি অর্শদীপের বোলিংয়ে মুগ্ধ প্রাক্তন পাক পেসার। দুবাইয়ে আন্তর্জাতিক টি-২০ লিগে খেলতে গিয়ে আমির বলেছেন, ''অর্শদীপ ভবিষ্যতে খুব ভাল বাঁ-হাতি পেসার হতে পারে। ভারতের এমন একজন বাঁ-হাতি পেসার দরকার যে ধারাবাহিকভাবে ১৩৫-১৪০ কিলোমিটার গতিতে বল করতে পারবে। আমি মনে করি, অর্শদীপের মধ্যে সেই যোগ্যতা ও দক্ষতা রয়েছে। ও ভারতের নির্ভরযোগ্য বাঁ-হাতি পেসার হয়ে উঠতে পারে।''

বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিরতণী অনুষ্ঠানে রোহিত শর্মারা। নীচে জীবনকৃতি সম্মানে ভূষিত রবি শাস্ত্রী ও ফারুক ইঞ্জিনিয়ার। হায়দরাবাদে।

জীবনকৃতি শাস্ত্রী ও ইঞ্জিনিয়ারকে

বোর্ডের বার্ষিক অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট

হায়দরাবাদ, ২৩ জানুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জীবনকৃতি সম্মানে (লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট) ভূষিত হলেন রবি শাস্ত্রী ও ফারুক ইঞ্জিনিয়ার। মঙ্গলবার হায়দরাবাদের এক অভিজাত হোটেলে বসেছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও কোচ রাহুল দ্রাবিড়-সহ ভারতীয় টেস্ট দলের ক্রিকেটাররা। ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন এবং বর্তমান তারকারাও হাজির ছিলেন।

এদিন শুরুতেই শাস্ত্রী এবং ইঞ্জিনিয়ারের হাতে জীবনকৃতি সম্মান হিসেবে কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি তুলে দেওয়া হয় বোর্ডের পক্ষ থেকে। এছাড়া ২০২২-২৩ মরশুমের বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে পলি উমরিগড় ট্রফি জিতেছেন শুভমন গিল। যেহেতু ২০১৯ সালের পর প্রথমবার বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হল। তাই আগের মরশুমগুলোরও বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের পলি উমরিগড় ট্রফিতে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ২০২১-২২ মরশুমের সেরা হয়েছেন জসপ্রীত বুমরা, ২০২০-২১ মরশুমের সেরা রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং ২০১৯-২০ মরশুমের সেরা হয়েছেন মহম্মদ শামি। মেয়েদের ক্রিকেটে ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ মরশুমের বর্ষসেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের সম্মান পেয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। ২০১৯-২০ এবং ২০২২০২৩ মরশুমের বর্ষসেরা দীপ্তি শর্মা।

২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু ডব্লুপিএল

মুম্বই, ২৩ জানুয়ারি : মেয়েদের আইপিএল উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ (ডব্লুপিএল) উদ্বোধনী বছরে সীমাবদ্ধ ছিল মুম্বইয়ে। এবার আর আরব সাগরের তীরে নয়। মেয়েদের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে এবার দেশের বাকি শহরে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী বিসিসিআই। ২০২৪-এর ডব্লুপিএলের ম্যাচগুলি হবে দু'টি শহর দিল্লি ও বেঙ্গালুরুতে। ২৩ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরুতে মেয়েদের লিগের দ্বিতীয় সংস্করণ শুরু হচ্ছে। ফাইনাল হবে ১৭ মার্চ দিল্লিতে।

ডব্লুপিএলের নতুন মরশুম শুরু হবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ম্যাচ দিয়ে। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন মুম্বই খেলবে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। উদ্বোধনী ম্যাচটি হবে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। নতুন দু'জায়গায় ডব্লুপিএলের ম্যাচ হওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত ক্রিকেটপ্রেমীরা। বিশেষ করে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের সমর্থকরা দারুণ খুশি। বেঙ্গালুরু ও দিল্লি পেয়েছে মোট এগারোটি করে ম্যাচ। ফাইনাল ছাড়াও এলিমিনেটর পেয়েছে দিল্লি।

বর্ষসেরা একদিনের দলের নেতা রোহিত

আইসিসির ঘোষণা

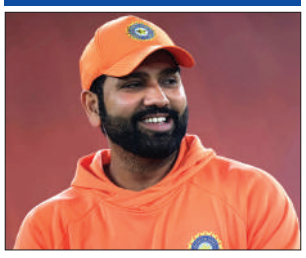

দুবাই, ২৩ জানুয়ারি : ২০২৩ সালের একদিনের ক্রিকেট ও টেস্ট ক্রিকেটের সেরা একাদশ বেছে নিল আইসিসি। যেখানে একদিনের সেরা দলের অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে রোহিত শর্মাকে। এছাড়াও দলে রয়েছেন আরও পাঁচ ভারতীয় ক্রিকেটার। ওপেনার হিসেবে রয়েছেন শুভমন গিল। বিরাট কোহলিকে রাখা হয়েছে চার নম্বরে। রয়েছেন কুলদীপ যাদব এবং দুই পেসার মহম্মদ সিরাজ ও মহম্মদ শামি। বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গেলেও গ্রুপ পর্বে টানা ১০ ম্যাচ জিতেছিল রোহিতের ভারত।

অন্যদিকে, বর্ষসেরা টেস্ট দলে রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাদেজা ছাড়া আর জায়গা হয়নি কোনও ভারতীয়দের। এই দলকে নেতৃত্ব দেবেন প্যাট কামিন্সকে। গতবছর ভারতকে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব জিতেছিল প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া।

সেরা ওয়ানডে একাদশ : রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমান গিল, ট্র্যাভিস হেড, বিরাট কোহলি, ড্যারিল মিচেল, হেনরিক ক্লাসেন, মার্কো জানসেন, অ্যাডাম জাম্পা, মহম্মদ সিরাজ, কুলদীপ যাদব, মহম্মদ শামি।

সেরা টেস্ট একাদশ : উসমান খোয়াজা, দিমুথ করুণারত্নে, কেন উইলিয়ামসন, জো রুট, ট্র্যাভিস হেড, রবীন্দ্র জাদেজা, অ্যালেক্স ক্যারি, প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মিচেল স্টার্ক, স্টুয়ার্ট ব্রড।

চার সেটের লড়াই জিতে সেমিফাইনালে জকোভিচ

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ছন্দে জকো।

মেলবোর্ন, ২৩ জানুয়ারি : ছত্রিশেও অপ্রতিরোধ্য নোভাক জকোভিচ! ১০ বছরের ছোট টেলর ফ্রিৎজকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন তিনি। ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জেতা থেকে আর মাত্র দু'টি জয়ের দূরত্বে সার্ব টেনিস তারকা। এই নিয়ে ৪৮ বার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ চারে উঠলেন জকো। মঙ্গলবার জকোভিচের যিনি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, সেই ফ্রিৎজের সুনাম রয়েছে জোরালো সার্ভিসের জন্য। যদিও অসাধারণ রিটার্ন ও দুরন্ত ক্রস কোর্ট শট মেরে ফ্রিৎজের পাওয়ার টেনিস নির্বিষ করে দিলেন জকো। একটা সেট খোয়ালেও, শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতলেন ৭-৬ (৭/৩), ৪-৬, ৬-২, ৬-৩ ব্যবধানে। প্রথম সেট টাইব্রেকারে জেতার পর, দ্বিতীয় সেট হেরে কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিলেন জকোভিচ। যদিও পরের দুটো সেটে তাঁর অসাধারণ টেনিসের সামনে কার্যত অসহায় দেখিয়েছে ফ্রিৎজকে।

এদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন এরিনা সাবালেঙ্কা ও চতুর্থ বাছাই কোকো গফ। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই সাবালেঙ্কা এদিন কোর্টে নেমেছিলেন চেক প্রজাতন্ত্রের বারবোরা ক্রেজিকোভার বিরুদ্ধে। নবম বাছাই ক্রেজিকোভাকে ৬-২, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়ে শেষ চারের টিকিট আদায় করে নেন সাবালেঙ্কা। অন্যদিকে, ইউক্রেনের মার্তা কস্টিউককে তিন সেটের লড়াইয়ের পর ৭-৬ (৮/৬), ৬-৭ (৩/৭), ৬-২ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে ছাড়পত্র পেয়েছেন গফ। এর আগের চার ম্যাচে স্ট্রেট সেটে জিতলেও, এদিন রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে গতবারের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন গফকে। প্রথম সেট টাইব্রেকারে জিতলেও, দ্বিতীয় সেট একইভাবে জিতে ম্যাচে ফিরে এসেছিলেন মার্তা। যদিও তৃতীয় সেটে গফের আগ্রাসী টেনিসের সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি মার্তা।

মাঠে ময়দানে
24 January, 2024 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘূর্ণি পিচ ভারতের জন্য বুমেরাং হতে পারে, দাবি মাইকেল ভনের

কাল হায়দরাবাদে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট

শ্রেয়সের চোট, কিপার নন রাহুল

হায়দরাবাদ, ২৩ জানুয়ারি : ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে হাইপ্রোফাইল টেস্ট সিরিজ শুরুর অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার ২৫ জানুয়ারি হায়দরাবাদে শুরু হচ্ছে পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রথম ম্যাচ। ব্যক্তিগত কারণে সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে বিরাট কোহলির না থাকা ভারতীয় শিবিরকে ধাক্কা দিলেও কোচ রাহুল দ্রাবিড় চান, বাকিরা এগিয়ে এসে ভাল পারফরম্যান্স করুক। বিরাটের না থাকার মধ্যেই টেস্ট শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে শ্রেয়স আইয়ারের কবজির চোটে অস্বস্তি ভারতীয় শিবিরে।

মঙ্গলবার সকালে উপ্পল স্টেডিয়ামের নেটে থ্রো-ডাউন নিচ্ছিলেন শ্রেয়স। সে সময় বল সজোরে লাগে তাঁর ডান হাতের কবজিতে। মাঠের বাইরে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আইসপ্যাক নিয়ে স্বস্তিবোধ করার পর নেটে ফিরে ব্যাটিং করেন ডানহাতি ব্যাটার। স্বস্তি ফেরে ভারতীয় দলে। তবে সতর্কতা হিসেবে নেটে বেশ সাবধানী ছিলেন শ্রেয়স। এমনিতে স্কোয়াডে বিরাটের পরিবর্ত হিসেবে কাউকে এখনও নেওয়া হয়নি। বিরাট না থাকায় প্রথম টেস্টে অন্তত শ্রেয়স ও শুভমন গিল দু'জনেই খেলার সুযোগ পাবেন। ভারতীয় শিবির আশাবাদী, এদিনের চোট শ্রেয়সকে ভোগাবে না।

যা খবর, চার নম্বরে বিরাটের জায়গায় কেএল রাহুল খেলবেন। সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে চাপের মুখে দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করেছেন রাহুল। চোট সারিয়ে ফেরার পর দারুণ ফর্মে রয়েছেন তিনি। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি উইকেটের পিছনে গ্লাভস হাতে ভরসা দিলেও দেশের মাঠে ঘূর্ণি উইকেটে রাহুলের মতো পার্টটাইম উইকেটকিপার খেলাবে না টিম ম্যানেজমেন্ট। দলকে এখনও ভরসা দিতে না পারলেও প্রথম টেস্টে অন্তত বিশেষজ্ঞ কিপার হিসাবে রাহুল দ্রাবিড়দের প্রথম পছন্দ শ্রীকর ভরতই। তবে মঙ্গলবার কোচ দ্রাবিড় বলেছেন, ''কেএস ভরত ও ধ্রুব জুরেলের মধ্যে একজন কিপিং করবেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে উইকেটকিপার হিসেবে খেলবে না রাহুল। লম্বা সিরিজ এবং ভারতের পিচ, পরিস্থিতির কারণেই সিদ্ধান্ত দলের।''

ঘূর্ণি উইকেটেই জো রুট, বেন স্টোকসদের পরীক্ষা নিতে চান রোহিত শর্মারা। উপ্পলের বাইশ গজকে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজাদের স্পিন-মায়াজাল বিছিয়ে দেওয়ার বেদি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। বিপক্ষ দলে জ্যাক লিচ-সহ চার স্পিনার থাকলেও তা নিয়ে ভাবতে চায় না ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। বিরাট না থাকলেও রোহিতদের টিম কম্বিনেশন নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে ওপেন করবেন যশস্বী জয়সওয়াল। তিন থেকে ছয়ে আসতে পারেন যথাক্রমে শুভমন, রাহুল, শ্রেয়স ও ভরত। সাত ও আট নম্বরে অশ্বিন ও জাদেজা। তৃতীয় স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদব ও অক্ষর প্যাটেলের মধ্যে একজন খেলবেন। অক্ষরের ব্যাটিং দক্ষতার কথা মাথায় রেখে তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে। দুই পেসার জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজ। বিসিসিআই-এর পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, মঙ্গলবার উপ্পলের নেটে চুটিয়ে ব্যাটিং, বোলিং করেছেন রোহিত, বুমরা, অশ্বিনরা।

চোট পেয়ে ডাগআউটে শ্রেয়স। মঙ্গলবার হায়দরাবাদে।

রোহিতের জন্য বাউন্সারে শান দিচ্ছেন উড

হায়দরাবাদ, ২৩ জানুয়ারি : নিজামের শহরে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টে নামার আগে হুঙ্কার ছাড়লেন মার্ক উড। ইংল্যান্ড পেসারের দাবি, বাজবল অস্ত্রে পাকিস্তান বধের মতোই ভারতকে পরাস্ত করবে ইংল্যান্ড। উডের বক্তব্য, ''সুযোগ যখন এসেছে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতকে চাপে রাখার চেষ্টা করব। তা যতই ভারতের ব্যাটাররা ফর্মে থাকুক।'' তাঁর সংযোজন, ''রোহিতের কথাই ধরুন। শর্টপিচ বল ও কতটা সহজে খেলে, সেটা গোটা বিশ্ব জানে। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, ওকে বাউন্সার দেব না। বরং লক্ষ্য সঠিক রেখে শর্টপিচ বল করলে রোহিতও সমস্যায় পড়তে বাধ্য।'' ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি আবু ধাবিতে সেরেছে ইংল্যান্ড দল। উড বলছেন, ''আবু ধাবিতে স্পিন সহায়ক পিচ প্রস্তুতি নিয়েছি। সব সুযোগ সুবিধা ওখানে ছিল। আমরা তৈরি।'' তবে ভারত যে ঘরের মাঠে দারুণ শক্তিশালী একটা দল, সেটা মেনে নিয়েছেন উড। তিনি বলেছেন, ''জানি, কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে ভুললে চললে না, সম্প্রতি পাকিস্তানকে ওদের ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজে হারিয়ে এসেছি আমরা।'' আত্মবিশ্বাসী উডের সতীর্থ জ্যাক ক্রলিও। ডানহাতি ওপেনার বলছেন, ''আমাদের খেলার ধরনে কোনও বদল হবে না। জানি এখানকার পিচে স্পিনাররা বাড়তি সাহায্য পাবে। তবে বল কতটা ঘুরবে, সেটা আগাম বলা সম্ভব নয়। তবে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমরা ইতিবাচক মানসিকতা নিয়েই ব্যাট করব।''

বিরাট নেই, সুযোগ নিক বাকিরা : দ্রাবিড়

হায়দরাবাদ, ২৩ জানুয়ারি : সাদা বলের ক্রিকেটে গত বছর ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন। কিন্তু ভাল শুরু করেও টেস্ট ক্রিকেটে বড় ইনিংস গড়তে ব্যর্থ হচ্ছেন। তবু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই টেস্টে শুভমন গিলের উপরই আস্থা রাখছেন ভারতীয় দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। একই সঙ্গে বিরাট কোহলি না থাকায় বাকিদের বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি।

রোহিত শর্মাদের কোচ বলেন, ''গিল অসাধারণ খেলোয়াড়। একজন খেলোয়াড়ের শুরুর দিনগুলো আমরা মাঝেমধ্যে ভুলে যাই। গিল সেই খেলোয়াড়দের একজন যে কেরিয়ারের শুরুর দিকে খুব ভাল পারফরম্যান্স করেছে। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে।''

পিচ দেখছেন দ্রাবিড় ও রোহিত।

শুভমনকে আড়াল করে দ্রাবিড় আরও বলেছেন, ''গত দু-তিন বছরে টেস্টে চ্যালেঞ্জিং পিচে খেলতে হয়েছে আমাদের। গিল ঠিক পদ্ধতি মেনেই চলছে। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, পরিশ্রম করছে। গত মরশুমে দুটো খুব ভাল সেঞ্চুরি করেছে গিল। আমার মনে হয় ও ঠিক রাস্তায় আছে।''

বিরাট কোহলি প্রথম দুই টেস্টে না থাকায় বাকিদের এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিতে হবে বলে জানিয়েছেন দ্রাবিড়। তিনি বলেন, ''বিরাট অসাধারণ খেলোয়াড়। রেকর্ডই ওর হয়ে কথা বলছে। বিরাট না থাকায় বাকিদের এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিতে হবে এবং দলের জন্য ভাল কিছু করতে হবে।'' হায়দরাবাদের উইকেট স্পিন সহায়কই হবে বলে জানিয়েছেন রোহিতদের হেডস্যার। দ্রাবিড়ের কথায়, ''ম্যাচ শুরু না হওয়া পর্যন্ত উইকেট নিয়ে কিছু বলা যায় না। তবে ভাল উইকেট। বল ঘুরবে তবে কত দ্রুত সেটা হবে, তা বলা কঠিন। খেলা যত গড়াবে, স্পিনাররা সাহায্য পাবে।'' বাজবলের পাল্টা আক্রমণাত্মক ক্রিকেটই খেলবে ভারত। জানিয়েছেন রোহিতদের কোচ।

স্টোকসদের নিয়ে আশায় নাসের

হায়দরাবাদের নেটে স্টোকস।

লন্ডন, ২৩ জানুয়ারি : ব্যক্তিগত কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বিরাট কোহলি। আর এই সুযোগ বেন স্টোকসরা কাজে লাগাবেন, এমনটাই আশা করছেন নাসের হুসেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়কের বক্তব্য, ''হ্যারি ব্রুকের মতো বিরাটও ব্যক্তিগত কারণে সরে গিয়েছে। কখনও কখনও ব্যক্তিগত বিষয় ক্রিকেট থেকেও জরুরি হয়ে যায়। সবার উচিত ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান করা। তবে ওর অনুপস্থিতি ভারতের জন্য বড় ধাক্কা।'' এখানেই না থেমে নাসের আরও যোগ করেছেন, ''বিরাট দারুণ ফর্মে ছিল। গোটা বিশ্ব ওর মতো জিনিয়াসের অভাব বোধ করবে। তবে এতে ইংল্যান্ডের সুবিধে হয়ে গেল। কোনও সন্দেহ নেই, এই সিরিজে বেন স্টোকসরা আন্ডারডগ। আশা করি, বিরাটের অনুপস্থিতি ওরা কাজে লাগাবে। সত্যি কথা বলতে কী, প্রথম দুটো টেস্টে ইংল্যান্ড কিন্তু আশার আলো দেখছে।''

বাজবল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না : বুমরা

হায়দরাবাদ, ২৩ জানুয়ারি : টেস্ট সিরিজের আগে বেন স্টোকসদের পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন জসপ্রীত বুমরা। ভারতীয় পেসারের সাফ কথা, ইংল্যান্ড বাজবল পদ্ধতি আঁকড়ে থাকলে, তাঁরই সুবিধে!

'দ্য গার্ডিয়ান' দেওয়া সাক্ষাৎকারে বুমরা বলেছেন, ''আমি 'বাজবল' শব্দটার সঙ্গে একাত্ম হতে পারি না। তবে হ্যাঁ, ইংল্যান্ড দল সাম্প্রতিক অতীতে আগ্রাসী ঘরানা ক্রিকেট খেলে সাফল্য পেয়েছে। গোটা বিশ্বকে ওরা দেখিয়েছে টেস্ট ক্রিকেট এভাবেও খেলা যায়। তবে একজন বোলার হিসাবে মনে হয়, এতে আমার সুবিধেই হবে। ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা যদি এই সিরিজেও আগ্রাসী মেজাজে খেলে, তাহলে আমার উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে।'' ২০২২ সালের ইংল্যান্ড সফরে রোহিত শর্মার চোটের কারণে বার্মিংহাম টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বুমরা। সুযোগ পেলে তিনি যে ফের টেস্টে অধিনায়কত্ব করতে তৈরি, সেটা গোপন করেননি। বুমরার বক্তব্য, ''আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের সেরা সম্মান দেশকে টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়া। হ্যাঁ, ম্যাচটা আমরা অল্পের জন্য হেরে গিয়েছিলাম ঠিকই। তবে আমি নেতৃত্ব উপভোগ করেছিলাম। সুযোগ পেলে ফের টেস্টে অধিনায়কত্ব করতে আপত্তি নেই।'' অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের উদাহরণ টেনে বুমরার সংযোজন, ''জানি অনেকেই বলবেন, ফাস্ট বোলাররা ভাল অধিনায়ক হতে পারে না। কিন্তু কামিন্সকে দেখুন। ওর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে। এতেই স্পষ্ট যে, সুযোগ পেলে ফাস্ট বোলাররাও সফল অধিনায়ক হতে পারে।''